POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাকাওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 14
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

8 এপ্রিল, 2021 ● 25 শাবান 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

'ইসতেখারা'-র দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ (اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهٖ) فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ (اَوْقَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهٖ) فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهٗ

হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের মাধ্যমেই মঙ্গল প্রার্থনা করি, তোমার শক্তিমত্তা থেকে আমি শক্তি যাচনা করি এবং তোমার নিকটই তোমার সব চেয়ে বড় কৃপা যাচনা করি। তুমিই সর্বশক্তিমান, আমি শক্তিহীন, তুমি পরিজ্ঞাত, আমি অজ্ঞ। তুমি গোপন বিষয়াদির সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আমার আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজটি আমার জন্য ধর্ম, আমার জীবিকা এবং এই কাজের পরিণামের দিক থেকে উত্তম হয় (কিম্বা বলেছেন: বর্তমানে কিম্বা ভবিষ্যতের জন্য উত্তম হয়) তবে আমার ভাগ্যে তা লিখে দাও এবং এটিকে আমার জন্য সহজ করে দাও। এতে আমার জন্য বরকত দাও। আর তুমি যদি জান যে এই কাজ আমার জন্য আমার ধর্মে, জীবিকায় এবং পরিণামের দিক থেকে ক্ষতিকর (অথবা বলেছেন: বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হয়) তবে

(শেষাংশ ২ পাতায়..)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুলত্রুটিগুলিকে তৎক্ষণাত উপেক্ষা করেন, স্বীয় 'সাত্তারী' গুণের সুবাদে তিনি লাঞ্ছিত করেন না। তাই আমাদেরও উচিত প্রত্যেক এমন বিষয় নিয়ে তৎক্ষনাৎ মুখ না খোলা যার পেছনে অপরের অসম্মান ও লাঞ্ছনার উপাদান লুকিয়ে আছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

'সাত্তারী'

খোদাতা'লার 'সাত্তারী' (দোষত্রুটি আড়াল করে রাখা) এমন এক গুণ যে তিনি মানুষের পাপসমূহ ও দোষত্রুটি দেখেন কিন্তু তাঁর উক্ত গুণের কারণে অন্যায়কারীদেরকে সেই সময় আড়াল করে রাখেন, যতক্ষণ না সে অন্যায়ের সীমা না ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু মানুষ অপরের দোষত্রুটি না দেখেও হৈচৈ শুরু করে। আসল কথা হল মানুষ অসহিষ্ণু আর খোদা তা'লা পরম সহিষ্ণু ও পরম দাতা। অত্যাচারী মানুষ নিজ প্রাণের উপর অত্যাচার করে বসে আর কখন কখনও খোদা তা'লার ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না রাখার কারণে ধৃষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেই সময় তার প্রতিশোধপরায়ণতা ক্রিয়াশীল থাকে এবং তাকে পাকড়াও করে। হিন্দুরা বলে, খোদা তা'লা মাত্রা ছাড়া বিষয়কে পছন্দ করেন না। তাছাড়া তিনি এতটাই দাতা ও দয়াময় যে এমন অবস্থাতেও মানুষ যদি অনুনয় ও বিনয় সহকারে খোদার দরবারে লুটিয়ে পড়ে তবে তিনি তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কাজেই যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুলত্রুটিগুলিকে তৎক্ষণাত উপেক্ষা করেন, স্বীয় 'সাত্তারী' গুণের সুবাদে তিনি লাঞ্ছিত করেন না। তাই আমাদেরও উচিত প্রত্যেক এমন বিষয় নিয়ে তৎক্ষনাৎ মুখ না খোলা যার পেছনে অপরের অসম্মান ও লাঞ্ছনার উপাদান লুকিয়ে আছে।

উদাসীনতার প্রতিকার হল ইসতেগফার

অনেকের অবস্থা এমন হয়, যাদেরকে এমন সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- চাকুরী কিম্বা অন্য কোন কারণ যার ফলে তাদের জীবনের একটা বড় অংশ অন্ধকারেই কেটে যায়। নিয়মমত নামাযের প্রতিও মনোযোগ থাকে না আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করার সুযোগ হয় না। কিতাবুল্লাহ্‌র বিষয়ে প্রণিধান করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। এমতাবস্থায় যখন দীর্ঘকাল অন্ধকারে কেটে যায়, তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে প্রকৃতিগত হয়ে পড়ে। সেই সময় মানুষ যদি তোওবা ও ইসতেগফারের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে ধরে নিও যে সে বড়ই হতভাগা। উদাসীনতা ও অলসতার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হল ইসতেগফার। অতীতের অবহেলা এবং অলসতার কারণে কোন বিপদও যদি আসে, তবে রাত্রিতে উঠে সিজদা এবং দোয়া করা উচিত এবং খোদা তা'লার নিকট এক সত্যিকার এবং পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকার করা উচিত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৩-২৭৪)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৭২ নং আয়াত

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ

এর ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে পূর্ণ পরিকল্পনা কিভাবে করা যায় আর এর জন্য পাঁচটি পদ্ধতি বলা হয়েছে। ১) পরামর্শের মাধ্যমে ঐক্যমতে উপনীত হওয়া উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি এমনটি করবে না, তারা বিজয় লাভ করতে পারবে না। ২) সম চিন্তাধারার মানুষদেরকে একটি অভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসতে হবে। ৩) এই মতামতকে পূর্ণ করতে একটি বিশদ প্রস্তাবনা ভেবে রাখতে হবে বা একটি বিস্তারিত রূপরেখা তৈরী করে রাখতে হবে। ৪) সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে সমগ্র জাতির শক্তি একই সময়ে শত্রুর উপর আঘাত হানে। ৫) আক্রমণ করার পর শত্রুকে শ্বাস গ্রহণের সুযোগটুকুও দেওয়া উচিত না। কেননা তাতে শত্রু পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করবে। প্রথম আক্রমণ শেষ হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। সকল আম্বিয়া এই পন্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এরও এই একই পন্থা ছিল। তিনি একটি ইশতেহার বের করতেন, সে নিয়ে তখনও আলোচনা অব্যাহত থাকত, এরই মাঝে তিনি দ্বিতীয় ইশতেহার বের করে দিতেন। (শেষাংশ ৯ পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

اِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِی الْعَالَمِ ✡ شَرَّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

তাওয়াফ্‌ফা শব্দের উপর এক হাজার রুপীর চ্যালেঞ্জ। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এই শব্দটি রূহ কবজ করা কিম্বা মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একাধিক পুস্তকে মুসলমান উলেমাদের উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। হামামাতুল বুশরা পুস্তকটিও সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি সেই যুগান্তকারী পুস্তক যা তিনি আরব বাসীদেরকে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। কাজেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই চ্যালেঞ্জ আরব অনারব সকলের জন্যই ছিল। সর্বপ্রথম তিনি এই চ্যালেঞ্জ ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে উপস্থাপন করেন যেটি ১৮৯১ সালের রচনা। দুই বছর পর তিনি হামামাতুল বুশরা পুস্তকেও এই চ্যালেঞ্জ দেন যা ১৮৯৩ সালে রচিত হয়েছিল। তৃতীয় বার তিনি তারইয়াকুল কুলুব নামক পুস্তকে এই চ্যালেঞ্জ জানান যা ১৮৯৯ সালে তিনি রচনা করেন। চতুর্থবার ১৯০৫ সালের শেষের দিকে বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম ভাগে তিনি এই চ্যালেঞ্জ জানান।

এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলি সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় তুলে ধরব।

নীচে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সপক্ষে কয়েকটি দলিল সংক্ষেপে বর্ণনা করব। আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এর মৃত্যু থেকে প্রমাণ হয় যে মৃত্যু বরণ করা নবীদের চিরাচরিত রীতি। একটি হাদীস অনুসারে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নবী পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা সকলেই নিজেদের জীবনকাল শেষ করে গত হয়েছেন। অতএব অনিবার্যভাবে হযরত ঈসা (আ.)ও মৃত্যু বরণ করেছেন। শ্রীনগরের খানিয়ার মহল্লায় তাঁর সমাধি আছে। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিশ্বাস করা হয় যে তিনি আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন। এই মতবাদ ইসলাম পরিপন্থী। কুরআন করীমের ২০০ টি আয়াত থেকে তাঁর মৃত্যু প্রমাণিত হয়। সূরা আলে ইমরানের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

এখানে 'মুতাওয়াফফিকা' শব্দের অর্থ মৃত্যু এবং রূহ আটক করে রাখা। কিন্তু অ-আহমদী উলেমারা হযরত ঈসা(আ.) কে জীবিত প্রমাণ করতে এবং তাঁকে আকাশে পৌছে দিতে 'মুতাওয়াফফিকা' শব্দের অর্থ করে শরীর আটক করে রাখা এবং সশরীরে জীবিত আকাশে তুলে নেওয়া। ভেবে দেখার বিষয় এই যে, 'মুতাওয়াফফিকা'র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হলে পরবর্তী তিনটি প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয় নি আর এমন চিন্তাধারা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং নবীর অবমাননা বৈ কিছুই না। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে তাঁর মতে 'মুতাওয়াফফিকা'র অর্থ 'মুমিতুকা' অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দিব। ইমাম বুখারী অন্য কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে এমন কোন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন নি যার দ্বারা 'মুতাওয়াফফিকা' শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। ইমাম মুসলিম (রহ.) এর পক্ষ থেকেও এমন কোন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয় নি। এর থেকে প্রতীয়মান যে, সমস্ত সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন মুতাওয়াফফি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে অনুসরণ করেছেন। এটিই প্রমাণ যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও এর বিপরীতে কিছু বর্ণিত হয় নি। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দিস দেহেলভী আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশমত আল ফউযুল কবীর ওয়া ফাতহুল খাবীর নামে কুরআনের যে তফসীর লিখেছেন, সেখানে তিনি 'মুতাওয়াফফিকা' শব্দের অর্থ 'মুমিতুকা' বর্ণনা করেছেন, এছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করেন নি। তিবরানী ও মুসতাদরাক পুস্তকে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্বের নবীর অর্ধেক আয়ু লাভ করেন। আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, ঈসা (আ.) একশ কুড়ি বছর জীবিত ছিলেন। এখন আমি ষাঠোর্ধ, তাই আমার ধারণা, আমি ইহকাল ত্যাগ করে যাব। মাজমাউল বাহার এর রচয়িতা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ.)এর এই বিশ্বাস তুলে ধরেছেন যে 'ওয়া কালা মালিকু মাতা' অর্থাৎ ইমাম মালিকের বিশ্বাস হল হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। ইমাম ইবনুল কিম (রহ) তাঁর রচনা 'মাদারিজুল সালিকীন' পুস্তকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যদি মূসা ও ঈসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। সৈয়্যাদানা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) মেরাজের রাতে হযরত ঈসা (আ.) কে হযরত এহিয়া (আ.) এর সঙ্গে দ্বিতীয় আসমানে দেখেছেন। কাজেই হযরত ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তবে তাঁকে মৃতদের আত্মার সঙ্গে দেখানোর অর্থ কি দাঁড়ায়? ইমাম ইবনে হাযাম, যার সম্মান ও প্রতাপ কোন বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, তিনিও বিশ্বাস করেন যে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। ফাযিল, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ইবনে তাইমিয়া ছাড়াও সুফিদের শিরোমণি শেখ মহীউদ্দিন ইবনে আরবীও হযরত ঈসা (আ.)এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী।

মুসলমানদের বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.) এখনও জীবিত আছেন, যা খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে ইসলামের উপর আক্রমণ করার এক সুবর্ণ সুযোগ হাতে তুলে দিয়েছে। খৃষ্টান পাদ্রীরা মুসলমানদেরকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলত, বল কে শ্রেষ্ঠ? হযরত ঈসা, যিনি দুই হাজার বছর থেকে আকাশে জীবিত বসে আছেন, যিনি পৃথিবীর সংশোধনের জন্য আসবেন? নাকি মহম্মদ? যিনি মৃত্যু বরণ করে সমাহিত হয়েছেন? মুসলমান উলেমাদের কাছে এর কোনও সদুত্তর ছিল না। এই অনৈসলামিক বিশ্বাস ইসলামের প্রভূত ক্ষতি করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস ইসলামকে গিলে খেতে চায়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা প্রথম প্রথম কেবল একটি ভুল হিসেবে ধরা হত, সেটিই আজ এক অজগরে পরিণত হয়ে ইসলামকে গিলে খেতে চায়। প্রারম্ভিক যুগে ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকার বিষয়টি প্রাথমিক যুগে শুধুমাত্র একটি ভুলই ছিল। কিন্তু আজকাল এটি একটি অজগরের রূপ নিয়েছে যা ইসলামকে গিলে খেতে চায়। প্রাথমিক যুগে এই ভ্রান্তি থেকে কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু যখন খৃস্টানদের ব্যাপক প্রসার ঘটল এবং তারা মসীহ্‌র জীবিত থাকাকে ঈশ্বরত্বের একটি শক্তিশালী দলিল প্রমাণরূপে প্রকাশ করল, তখন এটি একটি ভয়ানক বিপদ হয়ে দেখা দিল।"

(আহমদী অউর গায়ের আহমদী মেঁ ক্যা ফর্ক হ্যা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৬৫)

এই বিশ্বাস ইসলামের জন্য অশেষ বিশৃঙ্খলার কারণ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

অদ্ভুত বিষয় হল, মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, অথচ এরা এখনও তাঁকে জীবিত মনে করে ইসলামের জন্য শত সহস্র বিবাদ বিসম্বাদ তৈরী করল; ঈসাকে আকাশের চিরঞ্জীবি ও চিরস্থায়ী সত্তা রূপে চিহ্নিত করল আর নবীকুলের নেতা (সা.)কে পৃথিবীর এক মৃত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করল।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৫, পৃ: ৪২)

১ম পাতার শেষাংশ....

সেটিকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও আর আমাকেও তার থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর যেখানে আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত আছে আমাকে সেই স্থান দান কর এবং তার উপর সন্তুষ্ট রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) বলেছেন, এরপর (প্রার্থনাকারী) দোয়ায় যেন নিজের চাহিদার কথা উল্লেখ করে।

(বুখারী, ২য় খণ্ড কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

“তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে”

“যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নামই যথেষ্ট নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, এই বক্তৃতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ছিল। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আমিও কিছুটা জ্ঞান রাখি। তাই আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, মুসলমান হোক বা অমুসলমান- এমন ঐতিহাসিকই খুব কম আছেন যারা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলফতকালের মতবিরোধের গভীরে পৌঁছতে পেরেছে আর এ ধ্বংসাত্মক এবং প্রথম গৃহযুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব কেবল এই গৃহযুদ্ধের কারণ বুঝতেই সক্ষম হন নি বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় সেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন- যার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খিলাফতের প্রাসাদ কম্পমান ছিল। আমার মনে হয়, ইতিপূর্বে এমন যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ ইসলামের ইতিহাসের বিষয়ে আগ্রহীদের সামনে হয়ত কখনো উপস্থাপন করা হয় নি।”

এই উপহারে বিজ্ঞ রচয়িতা রসুল (সা.)-এর পন্থাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন আর নির্দ্বিধায় এবং সাহসিকতার সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

এটি স্বীকার করতেই হবে যে, অসাধারণ যোগ্যতা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে (এতে) নিজ যুক্তিকে সর্বোত্তমরূপে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এর মূল উদ্দেশ্য হলো তবলীগ করার প্রয়াস, ওয়েলস্ এর যুবরাজ আহমদী হোন বা না হোন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই পুস্তিকার মূল্য ও গুরুত্ব এবং সেই সকল লোকের আকর্ষণে কোন ঘাটতি আসবে না যারা ধর্মে, বিশেষত ভারত এবং যুক্তরাজ্যের অসংখ্য ধর্মে আগ্রহ রাখে।”

আমি এই প্রবন্ধ শোনার জন্য ফ্রান্স থেকে এসেছি। আমি খ্রিষ্টধর্মের ওপর ইসলামকে প্রাধান্য দিতাম আর ইসলামের ওপর বৌদ্ধ মতবাদকে অগ্রাধিকার প্রদান করতাম। এখন যেহেতু আমি আপনার প্রবন্ধ শুনেছি আর বৌদ্ধ মতবাদ (সম্পর্কেও) শুনেছি, আমি স্বীকার করছি যে, সত্যিকার অর্থে ইসলামই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। যেরূপ মনোরম ও সুন্দর পন্থায় আপনি ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন অন্য কোন ধর্ম এর মোকাবিলা করতে পারে না। এখন আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব বিরাজ করছে।

পাকিস্তানের পরিস্থিতির (উন্নতির) জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা’লা সেখানকার অধিবাসীদেরও শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের তৌফিক দিন আর বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রকে নিজ কৃপায় ব্যর্থ করে দিন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৯ ফেব্রুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৯ তবলীগ, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: ২০ ফেব্রুয়ারী জামা’তে মু সলেহ মাওউদ (রা.)-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে স্মরণীয়। এ সম্পর্কে আজ আমি কিছু বলব। আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারী। এটি একটি দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা’লা অবগত করেছিলেন। আজ আমি এর একটি দিক তথা “তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে”- এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নিজ রচনাবলী, বক্তৃতামালা ইত্যাদির বরাতে কিছুটা বর্ণনা করব। এতে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি দিক “সে প্রখর মেধাবী এবং ধীমান হবে”- এরও কিছুটা প্রকাশ ঘটে।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৭)

জাগতিক জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা’লা তাঁকে যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেছিলেন, কেননা তাঁর জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা কেবল প্রাথমিক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো তিনি বিভিন্ন সময় উল্লেখও করেছেন- তা এত অধিক যে আয়ত্ব করা, এমনকি একটি খুতবায় এর পরিচিতি তুলে ধরাও প্রায় অসম্ভব। শুধু পরিচিতির জন্যও ধারাবাহিক খুতবার প্রয়োজন। তাই এখন আমার পক্ষে সব কিছু বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম, পরিচয় বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এবং সামান্য আভাস দেওয়ার জন্য তাঁর কতিপয় প্রবন্ধ এবং বক্তৃতামালার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব। অথবা ঐ সকল প্রবন্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করব। যেন কিছুটা হলেও তাঁর (রা.) জ্ঞান ও বুৎপত্তির গভীরতার যৎসামান্য আভাস পাওয়া যায়।

তাঁর প্রবন্ধ বক্তৃতামালা, রচনাবলী বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত যেমন আল্লাহ্ তা’লার একত্ববাদ, ফিরিশতাদের বাস্তবতা, নবীদের মাকাম ও মর্যাদা, হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাকাম ও মর্যাদা, এছাড়া অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয়াদি আর একইভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পথনির্দেশনা, ইসলামে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ইসলামের ইতিহাস, সমসাময়িক সমস্যাবলী- যার কতক আজও একইভাবে বিরাজমান। তাঁর তখনকার চিন্তাধারা অধ্যায়ন করলে সমাধান সামনে এসে যায়। এছাড়া অসংখ্য বিষয় ভিত্তিক তাঁর বহু বক্তৃতা ও লেখনী রয়েছে, কিন্তু ইতিপূর্বে যেভাবে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর কেবল মাত্র পরিচয় তুলে ধরাও সম্ভব না তাই মাত্র কয়েকটির পুস্তক পরিচিতি তুলে ধরব। তা-ও আবার সেই সময়কার- যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। ১৬-১৭ বছরের যুবক, যার কোন গতানুগতিক স্কুল শিক্ষা বা ধর্মীয় পড়াশুনা ছিল না। তিনি এমন এমন গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেন, যা পড়ে হতবাক হতে হয়। তৌহিদ তথা একত্ববাদের বিষয়ে ১৭ বছর বয়সে তিনি এমন এক বক্তব্য রেখেছেন, খলিফাতুল মসীহ আওয়াল স্বয়ং এর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গূঢ় তত্ত্বকথা তিনি তুলে ধরেছেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০)

যাইহোক, তাঁর ১৬-১৭ বা ১৭-১৮ বছর বয়স থেকে শুরু করে ৩৪-৩৫ বছর বয়সীমা পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্ভারের একটি রূপরেখা তুলে

ধরব যা ছিল তাঁর যৌবনের সূচনা বরং পূর্ণ যৌবনকাল। এই স্বল্প সময়ে তিনি যা-কিছু বলেছেন, তার পঁঞ্চাশ ভাগের একভাগও আমি হয়ত বলতে সক্ষম হব না বরং হয়ত তার চেয়ে কম বলতে পারব। এরপরও তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানপ্রজ্ঞার অমূল্য সম্পদ বিতরন করা অব্যহত রেখেছেন।

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর বয়স যখন কেবল ১৮ ছিল তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) 'মুহাব্বতে ইলাহী' নামক এক সুমহান প্রবন্ধ রচনা করেন যা পরবর্তীতে পুস্তকাকারেও প্রকাশ করা হয়েছে। সেই প্রবন্ধ দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রারম্ভেই তথা কৈশরেই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে সমৃদ্ধ করা শুরু করেন। তিনি (রা.) বলেন, ভালোবাসার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টি করেছেন আর মানব সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো খোদা তা'লার ভালোবাসায় বিভোর হওয়া আর সেই চীরস্থায়ী জীবনদানকারী সমুদ্রে সদা ডুব দিতে থাকা। পরকালের চীরস্থায়ী জীবন কোনটি? ভালোবাসার কারণে মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায় আর আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে আর ভালোবাসাই খোদাকে সনাক্ত করার কারণ হয়। ভালোবাসা বৈ মানুষ খোদা তা'লার মর্ম উদঘাটন ও খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতেই পারে না। তিনি (রা.) বলেন, অতএব পাপ থেকে রক্ষা লাভের জন্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভের জন্য আমরা যেন খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্কোন্নয়ন করি আর নিজেদের হৃদয়ে সেই নিষ্ঠা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করি- যার ফলে আমরা খোদা তা'লার নৈকট্য পেতে সক্ষম হব আর আমরা এক সূর্যের ন্যায় হব- যা থেকে জগত আলো গ্রহণ করবে। এরপর তিনি বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখ করে বলেন, খোদা একজনই কিন্তু তাঁর বিষয়ে প্রত্যেক ধর্মের ধ্যাণধারণা ভিন্ন ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং আর্যদের খোদার সম্বন্ধে বিশ্বাস তুলে ধরেন এবং প্রমাণ করেন যে, এমন শিক্ষাদীক্ষা এবং গুণাবলী সম্পন্ন খোদা মানুষের ইবাদাতের লাভের যোগ্য নয়। তিনি ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ইসলামের খোদাই প্রত্যেক প্রকারের গুণাবলী এবং সৌন্দর্যের সমাহার আর তিনিই একমাত্র মানুষের ভালোবাসা ও ইবাদতের যোগ্য। আমি পূর্বেও বলেছি, একথা সুস্পষ্ট যে, সবার খোদা একজন-ই কিন্তু অপরাপর ধর্মের অনুসারী খোদা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি রাখে- তার বিপরীতে ইসলাম-ধর্ম খোদা তা'লার যে ধারণা উপস্থাপন করে, সেটিই প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি আর এতেই খোদা তা'লার ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে। তিনি (রা.) খোদা তা'লার গুণাবলীর উল্লেখ করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, অন্য কোন ধর্মে খোদা তা'লার এমন গুণাবলী বর্ণনা করা হয় নি আর না-ই ইসলামে বর্ণিত গুণাবলীতে ভিন্ন কোন ধর্ম গুণাবলী এবং পূর্ণতায় এর সমকক্ষ। পরিশেষে তিনি ইসলামের জীবিত খোদার যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা হল, কেবল ইসলামের খোদাই ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে আজও মানুষের পথ প্রদর্শন করে থাকেন-যেভাবে তিনি পূর্বে করতেন আর এটিই চিরঞ্জীব খোদার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। শেষের দিকে তিনি লেখেন, এখন আমি আমার প্রবন্ধের শেষে এসে উপনীত হয়েছি কেননা আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, ভিন ধর্মের খোদা ভালবাসার যোগ্য নয়। তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। মানুষ সেগুলোর ওপর আমল করতে পারে না। যাইহোক, এরপর তিনি লেখেন যে, ইসলামের শিক্ষা মানবপ্রকৃতি সম্মত আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তিমান এবং সর্বপ্রকার দুর্বলতা-মুক্ত আর ইসলাম সবচেয়ে বড় যে বিশেষত্ব বর্ণনা করেছে তা হল, এতে প্রেমিকগণ সরাসরি উত্তর লাভ করে না বরং খোদা তা'লা তাকে পরীক্ষা করার পর তার সাথে বাক্যালাপ করেন অর্থাৎ স্মরণ রাখার বিষয় হলো পরীক্ষা দিতে হয়। এই ভালোবাসার উষ্ণতা- যা প্রেমিকদের হৃদয়ের সবকিছু পুড়িয়ে ফেলে, তাঁর প্রশান্তিদায়ক বাক্যালাপ দ্বারা সুশীতল করে দেন আর সেই বেদনা ও জ্বালাকে দূর করে দেন- যা উত্তর না পাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় আর এভাবে ভালোবাসায় আরো ঔজ্জল্য সৃষ্টি হয় আর তার হৃদয়ে খোদার নৈকট্য লাভের এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় যে, এভাবে অগ্রসর হতে হতে সে এতটা নিকটে পৌঁছে যায় যে খোদা তা'লা তার সম্পর্কে বলেন, 'আনতা মিন্নী ওয়া আনা মিনকা' অর্থাৎ 'তুমি আমা হতে এবং আমি তোমা হতে'; এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমার নাম পৃথিবীতে তোমার কারণে প্রকাশিত এবং তুমি সম্মান লাভ করছ আমার কারণে। আর প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার নামের প্রতাপ পৃথিবীতে এসব মানুষই প্রকাশ করে থাকেন- যারা তাঁর ভালবাসার সাগরে অবগাহন করেন; আর তারা সম্মান কেবল খোদাকে ভালবাসার কারণেই লাভ করেন।" তিনি (রা.) লিখেন, "আমি 'মহব্বতে ইলাহী' (ঐশীপ্রেম) শব্দের ব্যাপারে যতই চিন্তা করি, ততই হৃদয়ে এক বিশেষ স্বাদ পাই ও অভিভূত হই যে ইসলাম-ধর্ম কতই না সুন্দর, যা আমাদেরকে এমন এক আশীর্বাদের সন্ধান দিয়েছে, যদ্বারা আমাদের হৃদয় ও মন-মস্তিষ্ক আলোকিত হয়ে উঠে। ইসলামের শিক্ষা আমাদের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের জন্য মলমের মত কাজ করে। আর খোদার কসম! ইসলাম যদি না থাকতো, তাহলে সত্যান্বেষীরা জীবিত অবস্থাতেই যেন মারা যেতো, আর যাদের হৃদয়ে ঐশীপ্রেমের আকর্ষণ রয়েছে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যেতো, আর ঐশীপ্রেম এক অসম্ভব বিষয় মনে করা হতো এবং সেটিকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হতো। কারণ মানুষ যখন দেখতো যে, এমন কোন (ঐশী) সত্তা নেই- যার সাথে আমরা প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে পারি, তখন তারা ঐশীপ্রেমের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারতো? খোদা তা'লা ইসলামের মত ধর্ম মানুষকে দান করে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়গুলোকে প্রশান্তি দান করেছেন এবং ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়গুলোকে মলম দান করেছেন। যখন এক খোদার সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ মানুষ দেখে যে, 'সেই সত্তা- যার প্রতি আমি ভালবাসা রাখি, তিনি এক-একটি অণু-পরমাণুকে দেখেন এবং মনের কথা পর্যন্ত জানেন; তিনি শোনেন এবং কথা বলেন, আর তিনি তাঁর প্রেমিকদের প্রতিদান দেওয়ার বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান- তখন সে উক্ত ভালোবাসার কারণে নিজ অন্তরে এক আনন্দ লাভ করে এবং বিশেষ স্বাদ অনুভব করে।" অর্থাৎ মানুষ আনন্দ লাভ করে এবং বিশেষ স্বাদ অনুভব করে।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২-৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৮ তারিখের জলসায় 'আমরা কীভাবে সফলতা অর্জন করতে পারি'-এ বিষয়ে এক তত্ত্বসমৃদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই চিন্তাধারা এক উনিশ বছরের যুবকের! হুযূর সূরা তওবার ১১১ থেকে ১১২ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...... وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ-

এরপর বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির একথা ভাবা উচিত যে খোদা আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আর যেহেতু প্রত্যেক মানুষের জন্যই মৃত্যু অবধারিত; তাই এটা দেখতে হবে যে, মৃত্যুর পর কী হবে? মানুষ যেখানে গুটিকয়েক দিনের ইহজীবনের জন্য এত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা করে, তাহলে সেই অনন্ত জীবনের জন্য কি কোন (চেষ্টা প্রচেষ্টার) প্রয়োজন নেই?" অর্থাৎ পরকালের জীবন, যা অনন্ত জীবন, সেটির কি কোন প্রয়োজন নেই; আর সেটির জন্য কি আমাদের কোন প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নেই? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন! তিনি (রা.) পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে স্পষ্ট করেন, "মানুষ এক তুচ্ছ ক্রয়-বিক্রয়ের সময়েও খুব সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সবসময় সেটি-ই ক্রয় করে- যা উপকারী ও লাভজনক হয়।

অতএব সেই ব্যক্তির জন্য কতটা পরিতাপ যে এমন ব্যবসা করে না- যাতে লাভ লক্ষ নয়, কোটি নয় বরং সীমাহীন!"

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে তিনি (রা.) বলেন, "তাই মানুষের উচিত, সে যেন নিজের জন্য সেই সম্পদ একত্রিত করে যা তার কাজে লাগে; সেটি নয় যা তার পরে তার উত্তরাধিকারীদের ধ্বংস করে দেয়। এই পার্থিব সম্পদ উত্তরাধিকারীরা ধ্বংসও করে দিতে পারে; কিন্তু যদি সে কুরআন-বর্ণিত ব্যবসা করে, তবে এর মাধ্যমে সে লাভবান হবে; তার পরে কেউ সেটিকে ধ্বংস করতে পারবে না, বরং মৃত্যুর পরও তা তারই কাজে লাগবে।" তিনি বলেন, "খোদা তা'লা স্বয়ং এমন ব্যবসায়ীদের খাজাঞ্চি (কোষাধ্যক্ষ) হয়ে যান! যার খাজাঞ্চি খোদা স্বয়ং, অন্য কাউকে তার আর কী দরকার? যারা এভাবে খোদার সাথে ব্যবসা করে এবং তাঁর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাদের মধ্যে সাহসও থাকা উচিত, আর এটাও উচিত- তারা যেন নিজেদের প্রাণ কেবল মুখের কথায় নয়, বরং কার্যত খোদার হাতে সঁপে দেন।" হুযূর (রা.) উদাহরণস্বরূপ এমন ব্যবসায়ী যেমন হযরত মূসা (আ.) ও মহানবী (সা.)-এর সাফল্য ও বিজয়সমূহের উল্লেখ করেন যে, খোদা তা'লা তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে কত অসাধারণ বিজয় দান করেছেন। এই ব্যবসার কিছু শর্তও রয়েছে; প্রথমটি হল, মানুষ যেন সর্বদা নিজের পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং এভাবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজ হৃদয়ের মরিচা দূর করে; দ্বিতীয়, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয়; তৃতীয়, খোদা তা'লার গুণকীর্তন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সর্বদা তাঁর কৃপারাজি স্মরণ করাকে আবশ্যক জ্ঞান করে; চতুর্থ, আমর বিল-মারুফ (সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান) করে; পঞ্চম, খোদা তা'লার নির্ধারিত সীমাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে; আল্লাহ্ তা'লা যেসব সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো যেন লঙ্ঘিত না হয়। এসব বিষয়াবলী পালনকারী নিষ্ঠাবান মু'মিন সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ লাভ করে।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬-৭)

১৯১৬ সালের জলসায়, খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পর দ্বিতীয় বছরে তিনি (রা.) 'যিকরে ইলাহী' (খোদার স্মরণ) বিষয়ে বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি (রা.) অত্যন্ত অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী উপায়ে যিকরে ইলাহী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উল্লেখপূর্বক যিকরে ইলাহী বলতে কী বোঝায়, এর আবশ্যকতা, এর প্রকারভেদ ও উপকারিতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এতেই তিনি (রা.) সমসাময়িক যুগের সূফীদের যিক্‌র্-এর চিত্র তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে কিভাবে তাদের যিকরের রীতি তাদেরকে কুপ্রথায় লিপ্ত করছে এবং খোদা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি (রা.) স্পষ্ট করেন যে, যিকর চার প্রকারের হয়ে থাকে; প্রথম যিকর হল নামায, দ্বিতীয় পবিত্র কুরআন পাঠ, তৃতীয় আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী বর্ণনা করা, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা ও স্বীকার করা এবং নিজ ভাষায় সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা। চতুর্থ, খোদা তা'লার গুণাবলী নির্জনে-নিভৃতে বর্ণনা করা, অভিনিবেশ করা এবং মানুষের মাঝেও সেগুলো প্রকাশ করা। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি যিকরে ইলাহীকে আকর্ষণীয় করে তোলার উপায় এবং যিকরে ইলাহীর বিশেষ সময়ও বর্ণনা করেন যে, কোন্ কোন্ সময় ও এর কি কি পদ্ধতি রয়েছে। এই বক্তৃতাতেই তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়মিত হওয়ার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন, যে যিক্‌র মানুষকে 'মাকামে মাহমুদ' (অর্থাৎ প্রশংসনীয় মর্যাদায়) পৌঁছে দেয় এবং এর ব্যবস্থা গ্রহণের ডজনের অধিক উপায় বাতলে দেন যে, কীভাবে আমরা নিয়মিতভাবে তা পড়তে পারি। একইভাবে এখানে তিনি (রা.) নামাযে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে বাইশটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। আর সবশেষে হুযূর (রা.) যিকরে ইলাহীর বারোটি অসাধারণ উপকারিতাও বর্ণনা করেন।

(তারূফ কুতুব আনোয়ারুল উলূম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫-১৬)

এই বক্তৃতা চলাকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটে; বক্তৃতা চলাকালে জলসায় আগত একজন অ-আহমদী সূফী সাহেব বসে শুনছিলেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদকে চিরকুট পাঠান, যাতে লেখা ছিল- 'এ আপনি কী সর্বনাশ করছেন? আপনি যেসব গূঢ় কথা বর্ণনা করছেন, এমন প্রতিটি বিষয় সূফীগণ দশ বছর ধরে সেবা নেওয়ার পর বর্ণনা করতেন; যে মানুষ দশ বছর ধরে তাদের সাথে থাকতো, তাদের সেবা করতো, তারপর গিয়ে তারা এমন একটি তত্ত্বকথা বর্ণনা করতো আর আপনি একসাথেই সব পয়েন্ট বলে দিলেন; এক সভাতেই সব রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে দিলেন? এ আপনি কী সর্বনাশ করলেন!'

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

'আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত (লালন-পালনকারী গুণ) মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে আবেষ্টন করে রেখেছে'- এই বিষয়ে তিনি (রা.) পাটিয়ালায় বক্তব্য রাখেন, যার সারসংক্ষেপ হল- ৯ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে পাটিয়ালায় তিনি এই বক্তৃতা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আল্লাহ্ তা'লার 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্টের আলোকে প্রমাণ করেন। হুযূর (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ; ঐশী গুণাবলীর প্রতি অভিনিবেশের ফলে এবং সেসব মহান কুদরত- যেগুলো প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে- সেগুলো পর্যবেক্ষণের ফলে মানতেই হয় যে, নিঃসন্দেহে এক মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, কৃপালু ও দয়ালু সত্তা বিদ্যমান আছেন। হুযূর বলেন, সূরা ফাতেহা যা উম্মুল কুরআন, এতে চারটি গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যা সকল গুণাবলীর সার এবং যেগুলো প্রণিধান করলে মানুষ যাবতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পেতে পারে। যেমন, প্রথম গুণ হলো, রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়াত তথা প্রতিপালন গুণ গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি জিনিষ তার রবুবিয়ত তথা প্রতিপালনের গুণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে। অতএব, খোদা তা'লার রাব্বুল আলামীন হওয়া এ কথা মানতে বাধ্য করে যে, দেহের প্রতিপালন ও উন্নতির উন্নত পর্যায়ের ব্যবস্থা যে খোদা করেছেন- সেই খোদা আত্মিক জীবনের জন্য কোন ব্যবস্থা অবশ্যই করে থাকবেন- যা দেহের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান। তিনি বলেন, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (সূরা ফাতের : ২৫) অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবী আগমণ করেছেন- যারা মানুষের তরবিয়ত এবং আধ্যাত্মিক প্রতিপালন ও উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন।

সবশেষে আল্লাহ তা'লা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন, যাকে পৃথিবীর সকল জাতি ও যুগের সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছেন। যেহেতু তাঁর মাধ্যমে শরীয়তকে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে তাই মহানবী (সা.) বলেছেন, এখন আমার পর খোদার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা অর্জন করে আল্লাহর এমন বান্দারা আগমন করতে থাকবেন- যারা মানুষকে এই শরীয়তের বিভিন্ন গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করে তাদেরকে খোদামুখি করতে থাকবেন বা খোদার সাথে সাক্ষাৎ করাতে থাকবেন। তেমনিভাবে এযুগেও আল্লাহ তা'লা রবুবিয়ত গুণের অধিনে হযরত মির্যা সাহেবকে প্রেরণ করেছেন যিনি খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপ করার এবং মানুষের সংশোধন করার দাবী করেছেন আর খোদার ব্যবহারিক সমর্থন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতায় প্রকাশিত হয়েছে আর জীবন্ত নিদর্শনাবলী তাঁর দাবীর সত্যতাকে প্রমাণ করে দিয়েছে। শেষে হুযূর বলেন, ইসলামই এক এমন ধর্ম যা জীবন্ত খোদাকে উপস্থাপন করে আর এর মাঝে জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া, খোদা যেভাবে পূর্বে নিজ বান্দাদের আধ্যাত্মিক প্রতিপালন করতেন ঠিক তেমনিভাবে এখনো করেন এবং তার প্রদর্শিত পথে চলে আমরা আজও সেসব পুরস্কারাদি ও কল্যাণরাজি অর্জন করতে পারি- যা আজ থেকে হাজার হাজার পূর্বে অর্জিত হয়েছিল।

(তারূফ কুতুব আনোয়ারুল উলূম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪-৫)

এরপর 'ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায' বিষয়ে তাঁর একটি বক্তৃতা রয়েছে। এটি তিনি ১৯১৯ সনে মর্টান হিস্টোরিকাল সোসাইটির এক সভায় লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ প্রদান করেন। পূর্ণাঙ্গীন বক্তৃতাটি মোট প্রায় একশত পৃষ্ঠা সম্বলিত। এর সারাংশ হলো, যেমনটি আমি বলেছি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ সনে ইসলামিয়া কলেজ লাহোরের মর্টান হিস্টোরিকাল সোসাইটির এক অসাধারণ সভায় তিনি এই বক্তব্য পরিবেশন করেন। ইতিহাসের প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় আব্দুল কাদের সাহেব ইতিহাসের বিশিষ্ট প্রফেসর ছিলেন; তিনি আহমদী ছিলেন না। এই বিষয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, ইসলামে মতভেদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের ১৫ বছর পর। আর উক্ত সময়ের পর থেকে মতভেদের গণ্ডি ক্রমবিস্তৃত হতে থাকে আর সেযুগের ইতিহাস গভীর অমানিশার পর্দায় ঢাকা পড়ে আছে আর ইসলামের শত্রুদের কাছে এটি ছিল ইসলামের চেহারায় এক কুৎসিৎ কলঙ্ক আর এর অনুসারীদের জন্যও এটি ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত একটি প্রশ্ন। এমন মানুষ কমই আছে যারা সে যুগের ইতিহাসের এই চোরাবালি থেকে সঠিক ও নিরাপদভাবে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন আর এতে সফল হয়েছেন। এজন্য আমি আজ আপনাদের সামনে এ সম্পর্কেই কিছু বর্ণনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। অতঃপর হুযূর যে বক্তৃতা উপস্থাপন করেছেন, যে মূল্যবান উপদেশ ও গবেষণাকর্ম ছিল তার সারাংশ হলো, ইসলামে নৈরাজ্যের মূল কারণ কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) ছিলেন- এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হুযূর এই প্রবন্ধে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রাথমিক অবস্থা এবং মহানবী (সা.) -এর দৃষ্টিতে হযরত উসমান (রা.)-এর মকাম ও মর্যাদা কী ছিল, নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলার সূচনা কোত্থেকে হলো, ইসলামী খেলাফত একটি ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ছিল আর সাহাবীদের সম্পর্কে কুধারণার কোন কারণ ছিল না- এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নৈরাজ্যের মূল কারণ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এই নৈরাজ্য আরম্ভ হওয়ার কারণ ও হেতু বর্ণনা করেছেন। নৈরাজ্যের মূল হোতা আব্দুল্লাহ বিন সাবার প্রকৃত স্বরূপ আর সেযুগে কুফা বসরা ও সিরিয়া এবং এসব অঞ্চলের মুসলমানদের সাধারণ মনমানসিকতা বা ধ্যান-ধারণার ওপরও আলোকপাত করেছেন। হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় এমন এমন আমীর নিযুক্ত করেছিলেন- যাদের কারণে এই নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছিল। হুযূর এ প্রসঙ্গে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মোটকথা যাদেরকে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল তারা খুবই মহান ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাদের তদন্তে কোন ব্যক্তির আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। অতএব এই তিনজন সাহাবীসহ অন্যান্যদের অর্থাৎ হযরত উসমান বিভিন্ন অঞ্চলে তদন্তের জন্য যাদেরকে পাঠিয়েছিলেন, সর্বসম্মতভাবে তাদের এই সিদ্ধান্ত প্রদান করা যে, দেশে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে, যুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির কোন নামগন্ধও নেই, শাসকগণ ন্যায়নিষ্ঠার ভিত্তিতে কাজ করছেন- এটি এমন সিদ্ধান্ত ছিল-যার পর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না আর স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের দুষ্কৃতি এবং আব্দুল্লাহ বিন সাবার প্ররোচনার ফসল

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ কর, যা অবিচলতা অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ও অভ্যাসগতভাবে নয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যকে দৃষ্টিতে রেখে এবং তাঁর পদমর্যাদার উন্নতি ও সফলতার জন্য।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

ছিল। অন্যথায়, হযরত উসমান এবং তার প্রতিনিধিগণ অর্থাৎ তার নিযুক্ত শাসক বা গভর্ণরগণ সব ধরনের আপত্তির উর্ধ্বে ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) নিজ স্বভাব অনুযায়ী নম্রতা ও দয়ামুখি ছিলেন। নৈরাজ্যবাদীদের দুষ্কৃতি এবং বিশৃঙ্খলার মুখে একথাই বলতে থাকেন যে, আমি মুসলমানের রক্তে আমি আমার হাত রঞ্জিত করতে পারি না। জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) উদারতার পথেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন এমনকি আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাদের দাবি-দাওয়াও যৌক্তিক সীমা পর্যন্ত মেনে নিতে থাকেন। রেওয়ায়েতের ভিন্নতা, ঐতিহাসিক অবস্থা ও পরিস্থিতি যথাযথভাবে বুঝার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, সেযুগের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা, সেযুগের পর কোন যুগ এমন আসে নি- যখন এক বা দুই দলের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষ ছিল না। আর এ বিষয়টি ইতিহাসের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেননা, যখন চরম শত্রুতা বা অন্যায় ভালোবাসার অনুপ্রবেশ হয়, সেক্ষেত্রে রেওয়ায়েত কখনো সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে না। ইতিহাস শুদ্ধ করার একটি স্বর্ণালী নীতি হলো, বিশ্বজগতের ঘটনাপ্রবাহ একটি শৃঙ্খলের ন্যায় ধরে নেওয়া। কোন একক ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য সেটিকে সেই শৃঙ্খলে স্থাপন করে দেখতে হয় যে, এটি সঠিক স্থানে গাঁথা যাচ্ছে কি না। হুযূরের গবেষণার সারাংশ হলো, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়, হযরত উসমান এবং অন্যান্য সাহবীরা প্রত্যেক নৈরাজ্য বা দোষ থেকে মুক্ত বা পবিত্র ছিলেন বরং তাদের আচরণ অতি উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক ছিল। পুণ্যের উন্নত শিখরে তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, সাহাবীদের মাঝে হযরত উসমানের খেলাফত নিয়ে কোন আপত্তি ছিল না এমনকি তারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। হযরত আলী এবং হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের বিরুদ্ধে গোপন বিদ্রোহ করার অভিযোগও একেবারে ভ্রান্ত । আনসারদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন- তাও ভু ল। কেননা, আমরা দেখি, আনসারদের সব নেতা এই নৈরাজ্য দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪-৫)

এই বক্তৃতার ওপর কতিপয় অ-আহমদীও নিজেদের ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন। উক্ত পুস্তকের প্রথম প্রকাশে ইসলামিয়া কলেজ লাহোরের প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল কাদের এম-এ সাহেব ভূমিকা বা মন্তব্য প্রকাশ করেন যাতে তিনি লিখেছেন, যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নামই যথেষ্ট নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, এই বক্তৃতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ছিল। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আমিও কিছুটা জ্ঞান রাখি। তাই আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, মুসলমান হোক বা অমুসলমান- এমন ঐতিহাসিকই খুব কম আছেন যারা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলফতকালের মতবিরোধের গভীরে পৌঁছঁতে পেরেছে আর এ ধ্বংসাত্মক এবং প্রথম গৃহযুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব কেবল এই গৃহযুদ্ধের কারণ বুঝতেই সক্ষম হন নি বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় সেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন- যার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খিলাফতের প্রাসাদ কম্পমান ছিল। আমার মনে হয়, ইতিপূর্বে এমন যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ ইসলামের ইতিহাসের বিষয়ে আগ্রহীদের সামনে হয়ত কখনো উপস্থাপন করা হয় নি। প্রকৃত কথা হল, হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের সত্য ইতিহাস যত অধ্যয়ন করা হবে ততই এটি শিক্ষণীয় ও সমাদরযোগ্য সাব্যস্ত হবে।"

[নোট- প্রকাশক (ফযল মাহমুদ জাভেদ, কাদিয়ান)-এর পক্ষ থেকে]

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, পৃ: ২)

অতঃপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাদিয়ানের জলসা সালানার প্রাক্কালে মসজিদে নূরে 'তকদীরে ইলাহী' বিষয়েএকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এর সারাংশ হলো, এটি ১৯১৯ সালের জলসা সালানায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। 'তকদীরে ইলাহী' বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম একটি বিষয়, এ সম্পর্কে তিনি (রা.) পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি খোদা তা'লার নিকট বিনয়ের সাথে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্! এ প্রবন্ধটি শুনানো যদি সমীচীন না হয় তাহলে আমার হৃদয়ে তা না শোনানোর প্রেরণা সঞ্চার কর, তা শুনাবে না কিন্তু আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তুমি শুনাও। এই বিষয়টি যদিও কঠিন আর এটি বুঝতে অনেক পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন তবুও আপনারা এটি বুঝতে পারলে অত্যন্ত লাভবান হবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই বক্তৃতাটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরতে গিয়ে এ সম্পর্কে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পক্ষে এমন একটি সাধারণ জলসায় এই বক্তৃতা করা মোটেও কোন সহজ কাজ ছিল না, যেখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞ সব শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিল। তিনি (রা.) এত চমৎকারভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন নিঃসন্দেহে তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, এই বক্তৃতাটি কী ছিল? এটি ছিল ধমীয় জ্ঞানের এক অপূর্ব শৈলী। তকদীর বা অদৃষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব এবং মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপনের পর তিনি (রা.) এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, তকদীর বা অদৃষ্টের ভালোমন্দে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করা পরস্পর পরিপূরক। এরপর তিনি (রা.) তকদীর বা অদৃষ্টের ভালমন্দে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়টি উল্লেখ করে মহানবী (সা.)-এর কতক উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপন করে দেখিয়েছেন।এরপর তকদীরের বিষয়টি না বুঝার ফলে মানুষ যেসব হোঁচট খেয়েছে বা ভুল করেছে- তা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি (রা.) 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর আকীদার ভ্রান্তিসমূহ তুলে ধরে কুরআনের ৬টি আয়াতের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম ও অকাট্যযুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে এই বিশ্বাসের খণ্ডন করেন। এরপর এর অন্যান্য বাড়াবাড়িরও খণ্ডন করেন এবং দলিল-প্রমাণের নিরিখে এ ভ্রান্ত ধারণারও অপনোদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কিছুই করতে পারেন না বরং চেষ্টাপ্রচেষ্টাই সব কিছু। ঐশী জ্ঞান এবং ঐশী তকদীরকে গুলিয়ে ফেলার কারণে মানুষ যেসব ভুল করেছে সেগুলো নিখুঁত পর্যালোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে খোলাসা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আরো বলেন, এ বক্তৃতাটি ঐশী তকদীর সংক্রান্ত সকল দিক তুলে ধরে এবং আধুনিক ও প্রাচীনসকল আপত্তির জবাব এতে দেওয়া হয়েছে। তিনি (রা.) তকদীর সম্পর্কে ৭টি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার কথাও এখানে তুলে ধরেছেন। মানুষ ঐশী তকদীরের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে এবং এর দাবিসমূহ পূরণের মাধ্যমে এসব পদমর্যাদা লাভ করতে পারে।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০-২১)

যাহোক, এটি পড়ার মত একটি বিষয় কেননা মানুষ তকদীর সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে থাকে। তাদের এ বক্তৃতাটি পড়া উচিত। অতঃপর মুসলমানদের পথনির্দেশনার জন্য তিনি (রা.) 'তুর্কি চুক্তি এবং মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচি' শিরোনামে একটি উপদেশমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই শিরোনামে খিলাফত কমিটির তত্ত্বাবধানে ইলাহাবাদে একটি কনফারেন্স হয়েছিল আর তাতে তিনি (রা.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এর সারাংশ হলো, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্র দেশগুলো উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে শান্তিচুক্তির যেসব শর্ত আরোপ করেছে- তা ছিল খুবই অসম্মানজনক। এর অধীনে তুর্কি সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলা হয়েছিল। এছাড়া তাদের নৌবাহিনী,সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে চরমভাবে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছিল আর তাদের ওপর বিভিন্ন ধরণের কঠোর বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় তুর্কি সাম্রাজ্যের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তগুলোর বিষয়ে প্রণিধান করতে এবং মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চিন্তা করা ও নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯২০ সনের ১ ও ২ জুন ইলাহাবাদে খিলাফত কমিটির উদ্যোগে একটি কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।'জমিয়াতুল উলামা, ভারত'- এর প্রখ্যাত নেতা জনাব মওলানা আব্দুল বারী ফারাঙ্গী মাহাল্লী ১৯২০ সালের ৩০ মে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সকাশে একটি পত্রে এই কনফারেন্সে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। এরই প্রেক্ষিতে হুযূর (রা.) এক দিনের মধ্যে 'মুয়াহেদা তুর্কিয়া আওর মুসলমানোঁ কা আয়েন্দা রাওয়াইয়া, অর্থাৎ তুরস্ক চুক্তি এবং মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা'-এই শিরোনামে এ প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং রাতারাতি তা ছাপিয়ে হযরত মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব, হযরত সৈয়দ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এবং হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। হুযূর (রা.) এই প্রবন্ধে তুরস্ক চুক্তির শর্তাবলীতে বিদ্যমান দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে এর কুফল থেকে বাঁচার লক্ষ্যে মুসলমানদের সামনে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। হুযূর (রা.) জোরালো যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ করে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে এটি স্পষ্ট করেন যে, হিজরত, সার্বজনীন জিহাদ ও সরকারের সাথে সম্পর্কছিন্ন করার যেসব প্রস্তাব

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

উপস্থাপন করা হচ্ছে তা মানার অযোগ্য এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর। হুযূর (রা.) নিজের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেন যে, মুসলমানেরা সমস্বরে মিত্র দেশগুলোর নিকট এটি স্পষ্ট করে দিক যে, তারা যেহেতু তুর্কির সাথে চুক্তি করার ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তাবিত নীতি পরিপন্থি বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেছে এবং এই চুক্তির মাঝে খ্রিষ্টীয় বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হচ্ছে আর একই সাথে এসব শর্তে পুঁজিবাদীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাই মুসলমানেরা এ সিদ্ধান্তটি অপছন্দ করে এবং এটি পরিবর্তনের আবেদন করছে। হুযূর (রা.) এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবনা ছাড়াও ইসলাম এবং মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অনতিবিলম্বে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠন, অর্থাৎ একটি নির্ভরযোগ্য ইসলামী বিশ্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৫মখণ্ড, পৃ: ১০)

বর্তমানে যে তারা বলে থাকে, মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে সংগঠন বানিয়েছে সেটিও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কিন্তু এ প্রস্তাবও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই উপস্থাপন করেছিলেন। এই প্রবন্ধে যে পরিস্থিতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ঠিক তেমনই দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ আজও সাধারণত বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে যুগে যখন ইন্টারনেট বা এরূপ সুযোগ সুবিধাও ছিল না তখন তিনি যে এই অসাধারণ বিশ্লেষণ করেন ও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন তা তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সমর্থনেরই প্রমাণ বহন করে আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে যে জাগতিক জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং তাঁর ধীমান হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছিলেন এগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

এরপর তাঁর (রা.) আরেকটি বক্তৃতা রয়েছে 'মালায়েকাতুল্লাহ্'-সম্পর্কে। এটি তিনি ১৯২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রদান করেছিলেন আর বাইতুন নূর (মসজিদে) ২ দিন ধরে এ বক্তৃতা প্রদান করেন। 'মালায়েকাতুল্লাহ্'-এর বিষয়টি ইসলামের মূলনীতি এবং ঈমানের ভিত্তিগুলোর অন্তর্গত। এ বিষয়টি অতিব সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও হুযূর (রা.) এটিকে অত্যন্ত সহজভাবে এবং দৃষ্টি উন্মোচনকারী রূপে উপস্থাপন করেছেন। হুযূর (রা.) এখানে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে ফিরিশতার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা, তাদের প্রকারভেদ, তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়াও ফিরিশতাদের অস্তিত্বের বাস্তবতার প্রমাণ এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সন্দেহ ও আপত্তির বিস্তারিত এবং যুক্তিপ্রমাণ ভিত্তিক উত্তর প্রদান করেছেন। প্রবন্ধের শেষের দিকে হুযূর (রা.) ফিরিশতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার ৮টি পন্থা বর্ণনা করেছেন।

১) যার প্রতি জিবরাঈল অবতীর্ণ হয় এমন ব্যক্তি , পুণ্যবান এবং নবীগণের সাহচর্যের মাধ্যমে। ২) মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে। ৩) মানুষের মনে মার্জনা ও ক্ষমা প্রতিষ্ঠা ও কুধারণা পরিত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে। ৪) মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও গুণকীর্তন করে। ৫) মনোযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে। ৬) যেসব পুস্তক এমন ব্যক্তি লিখেছেন যাঁর প্রতি ফিরেশতা অবতীর্ণ হয়, সেগুলো অধ্যয়ন করার মাধ্যমে। বতর্মান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলো পড়ার মাধ্যমে। ৭) যে স্থানে বিশেষভাবে ফিরেশতাদের অবতরণ করেছে সেখানে যাওয়ার ফলে। অনেক শাআয়েরুল্লাহ্ তথা খোদা নির্দেশক স্থান রয়েছে সেখানে যাওয়ার মাধ্যমে। ৮) খলীফার সাথে সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে। তিনি এতে এ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

(মালায়েকুতুল্লাহ্, আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৫৬-৫৬১)

আবার 'জরুরাতে মাযহাব' এটিও তাঁর একটি বক্তৃতা যা তিনি লাহোরে ১৯২১ সনের ৫ মার্চ কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্রের প্রশ্নে র উত্তরে প্রদান করেছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে এর বিস্তারিত বিবরণ হলো ৪ মার্চ ১৯২১ সনে একটি মামলার সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লাহোর গমন করেন এবং ৪ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। ৫ মার্চ কলেজের কয়েকজন ছাত্র হুযূরের সাথে সাক্ষাত করার সময় নিম্নোলিখিত ৩টি প্র শ্ন জিজ্ঞেস করে। প্রথম প্র শ্নটি হলো ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই আর এর কোন উপকারিতাও নেই, তবে হ্যাঁ মানুষ যদি একে কোন কোন জাগতিক সার্থে অবলম্বন করে তাহলে তা মন্দ নয়- এ বিষয়ে আলোকপাত করুন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, অন্যান্য ধর্মেও কিছু কিছু এমন লোক পাওয়া যায় যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে। সুতরাং এটি ইসলামের একক কোন বিশেষত্ব নয় যে, এটি বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করে। তৃতীয় প্রশ্ন হলো, হযরত মির্যা সাহেবের জামা'তের প্রসার তাঁর সত্যতার প্রমাণ বহন করে না। কেননা রাশিয়াতে লেলিনও অনেক সফলতা অর্জন করেছে। হুযূর (রা.) এই ৩টি প্রশ্নেরই খুবই সহজভাবে দলিলপ্রমাণ ভিত্তিক উত্তর প্রদান করেন এবং বলেন, ধর্মের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। 'জরুরাতে মাযহাব' নামে এটি ছাপানো রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি খোদার অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। যদি খোদা থেকে থাকেন তাহলে ধর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে আর খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ হলো স্বীয় বান্দার সাথে তাঁর বাক্যালাপ করা আর বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে হুযূর বলেন, নবীগণের এবং অন্যান্য লোকের ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, অন্য লোকেরা নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে আর তা আনুমানিক বিষয় হয়ে থাকে। অথচ নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয় আর প্রতিকূল পরিবেশে হয় এবং সেগুলোর মাঝে অনেকগুলো দিক অন্তর্নিহিত থাকে, সেগুলোতে প্রতাপ ও শাসকসুলভ ক্ষমতা দেখা যায়। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রা.) বলেন, হযরত মির্যা সাহেবের যে উন্নতি হয়েছে, সেই উন্নতির সম্পর্কে হযরত মির্যা সাহেবের দাবি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আর সে অনুসারেই উন্নতি হয়েছে। এজন্য এটি বলা ভুল হবে যে, হযরত মির্যা সাহেবের উন্নতি তাঁর সত্যতার লক্ষণ নয় আর অন্যদেরও উন্নতি হচ্ছে।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১-২)

যাহোক এটি একটি বিস্তারিত ও দীর্ঘ বিষয়। ১৯২১ সনে তিনি আরেকটি বক্তৃতা প্রদান করেন, এটিও ১৯০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটি বক্তৃতা আর এর সারাংশ হলো আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব-সংক্রান্ত বিষয় বস্তুর ওপর তিনি (রা.) প্রকৃত তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্যে পরিপূর্ণ দৃষ্টি উন্মোচনকারী জ্ঞানগর্ভ ও সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ বক্তৃতা ১৯২১ সনে প্রদান করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার এই বক্তৃতায় আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের ৮টি দলিল এবং এগুলোর ওপর আরোপিত আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। খোদা তা'লার গুণাবলীর মাধ্যমে খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরেন এবং ঐশী গুণাবলীর বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কেও বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে তিনি ইউরোপবাসীদের চিন্তাধারা, জরাতুষ্ঠদের চিন্তাধারা, হিন্দুদের চিন্তাধারা এবং আর্যদের চিন্তাচেতনার বিপরীতে ইসলামের খোদা সম্পর্কিত শিক্ষামালা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও হুযূর তাঁর এই বক্তৃতায় শিরকের সংজ্ঞা এবং এর বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সেগুলোর খণ্ডন উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া খোদা দর্শন, (খোদা) দর্শনের স্তর ও মার্গ, এর উপকারিতা এবং এই দর্শন লাভের পন্থা ও মাধ্যম সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬)

এরপর তিনি (রা.) ১৯২১ সনে 'তোহ্ফায়ে শেহ্জাদা ওয়েল্স' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন আর ওয়েল্সের যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে তাকে তা (উপহার) দেওয়া হয়। এর সারাংশ হলো, মহান বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ওয়েল্স ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ভ্রমন করতে আসেন। ইনি হলেন সেই যুবরাজ যিনি পরবতীতে অষ্টম এ্যাডওয়ার্ড খেতাবে ভূষিত হন এবং ১৯৩৬ সনে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের সাথে মতবিরোধ করে রাজত্ব ছেড়ে দেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষ্যে 'তোহ্ফায়ে শাহ্ জাদা ওয়েল্স' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। হুযূরের প্রস্তাব অনুসারে জামা'তে আহমদীয়ার ৩২ হাজার ২ শত ৮ জন সদস্যের প্রত্যেকেই এক আনা করে জমা করে এই পুস্তকটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং জামা'তে আহমদীয়ার একটি প্রতিনিধি দল ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সনে লাহোরে পাঞ্জাব সরকারের মাধ্যমে প্রিন্স অফ ওয়েল্স-এর নিকট একটি নিবেদনাকারে এ পুস্তকটি ইসলামের অতুলনীয় উপহারস্বরূপ উপস্থাপন করে। হযরত মুসলেহ্মওউদ (রা.) এই সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ রচনায় সমসাময়িক সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারের পাশাপাশি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা, ইতিহাস আর এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। (পুস্তকের) শেষের

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

দিকে রসুল (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর নিকট ইসলামের বাণী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী পন্থায় পেঁ ছৈ দিয়ে তাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানান। যুবরাজ ওয়েল্স হুযূরের পক্ষ থেকে প্রেরিত এই উপহারটি সাদরে গ্রহণ করেন এবং তার চীফ সেক্রেটারীর মাধ্যমে এর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন।

(তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৭)

এ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবাবেগ প্রকাশ করা হয়েছে শাহ্জাদা ওয়েল্স যিনি পরবতীতে এ্যাডওয়ার্ড সপ্তম হন, যেভাবে আমি বলেছি, ১৯৩৬ সনে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের সাথে মতবিরোধের দরুন রাজত্ব ছেড়ে দেন আর তিনি সেই উপহারকে অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি শুধু ব্যক্তিগত চীফ সেক্রেটারীর মাধ্যমে এর কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করেন নি, বরং ১৯২২ সনে লাহোর থেকে জম্মু যাওয়ার পথে গোটা বইটি পাঠ করেন এবং খুবই খুশি হন আর যেভাবে পরবতী সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, বইটি পড়তে পড়তে কোন কোন স্থানে তার চেহারা গোলাপের মত প্রস্ফুটিত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে তার এ্যাডিকং একথাও বলেছে যে, তিনি বইটি পড়তে পড়তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেন। অতএব এর কিছু দিন পরই তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রতি খোলাখুলিভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

১৯২২ সনের ২৪ এপ্রিল জুলফিকার পত্রিকা লিখেছে, অর্থাৎ (পত্রিকাটি) এই পুস্তকের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছে, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে জামা'তে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফার সাহসের প্রশংসা না করে আমরা পারছি না। 'তোহ্ফায়ে ওয়েল্স'-এর অনেকটা অংশই এমন যা ইসলাম ধর্মের তবলীগে পরিপূর্ণ এবং মহান এক কর্মযজ্ঞ যা দেখে অ-আহমদীরাও অবশ্যই ঈর্ষা করবে। সাংবাদিকতার টেবিলে বিদ্বেষের মালা গলা থেকে খুলে রাখা আমাদের জন্য জরুরী। এই উপহারটি দেখে আমরা যারপরনাই আনন্দিত। এই উপহারে বিজ্ঞ রচয়িতা রসুল (সা.)-এর পন্থাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন আর নির্দ্বিধায় এবং সাহসিকতার সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। ইসলামের অন্য কোন ফির্কার কোন ব্যক্তি বা বর্তমান যুগের কোন নৈরাজ্যবাদী পত্রিকা হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এই তোহফা বা উপহারের বিষয়ে যদি কোন আক্রমণ করে তবে তা ভিন্ন কথা। এই তোহফা বা উপহারে আমরা এমন কোন জায়গা দেখি নি যেখানে স্তাবকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোন কোন জায়গা এমন আছে যেখানে মরহুম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সেসব ঘটনা শান্তিপ্রিয়তা এবং সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটি জানা কথা যে, অশান্তিপ্রিয় এবং নৈরাজ্যবাদী ফির্কাকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো পছন্দ করেন না, তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন।

একইভাবে পাঞ্জাবের একটি আধাসরকারী পত্রিকা সিভিল মিলিটারি গেজেটে ১৯২২ সনের ১৮ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় লিখেছে, এটি স্বীকার করতেই হবে যে, অসাধারণ যোগ্যতা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে (এতে) নিজ যুক্তিকে সর্বোত্তমরূপে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এর মূল উদ্দেশ্য হলো তবলীগ করার প্রয়াস, ওয়েলস্ এর যুবরাজ আহমদী হোন বা না হোন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই পুস্তিকার মূল্য ও গুরুত্ব এবং সেই সকল লোকের আকর্ষণে কোন ঘাটতি আসবে না যারা ধর্মে, বিশেষত ভারত এবং যুক্তরাজ্যের অসংখ্য ধর্মে আগ্রহ রাখে।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৪)

বহির্বিশ্বেও এই পুস্তিকা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্যে তো এটি ইসলামের তবলীগের এক নতুন পথ উন্মোচন করেছে। যেমন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার এক প্রফেসর, যিনি তিনটি ভাষার বিশেষজ্ঞ ছিলেন, বইটি পড়ে যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আক্ষেপ করেন যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, নতুবা সারা পৃথিবীতে এর প্রচার করতেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব আমেরিকা থেকে লিখেছেন যে, এই পুস্তক আমেরিকাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এমন মনে হয় যেন, আমেরিকার জ্ঞানগত চাহিদাকে সামনে রেখে এই পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ছাড়া আফ্রিকায়ও এর প্রভাব পড়েছে। যেমন নাইরোবির লিডার পত্রিকায় (একজন) লিখেছে যে, যদিও আমি খ্রিষ্টান নই, কিন্তু খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি আর তাদের বইপুস্তক এবং সাহিত্য খুব ভালোভাবে বুঝি, কিন্তু এই পুস্তক থেকে আমি যা কিছু লাভ করেছি আর আমি যতটা উপভোগ করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই বইয়ের লেখক যদিও মুসলমান, কিন্তু এমন মনে হয় যেন তিনি খ্রিষ্টানদের মাঝে বহু বছর কাটিয়েছেন এবং তাদের বইপুস্তক তিনি মনোযোগ সহকারে পড়েছেন, নতুবা এত নির্ভীকভাবে এমন কার্যকরী কথা খ্রিষ্টানদের শুনানো খুবই কঠিন বিষয়। ধর্মীয় ভিত্তিতে লেখা হয়েছে, অথচ বিদ্বেষমুক্ত, এমন পুস্তক আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। এরূপ মহিমাময় বই এটিই প্রথম।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯২-২৯৪)

অনুরূপভাবে ১৯২৪ সনে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতা "আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম"- যার সারাংশ ওয়েম্বলে কনফারেন্সে পড়ে শুনানো হয়েছে। মূল পুস্তক বেশ মোটা, ২৫০ পৃষ্ঠার পুস্তক এটি। এই ওয়েম্বলে কনফারেন্স ১৯২৪ সনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর সব ধর্মের শীর্ষ পর্যায়ের আলেমদের এতে আমন্ত্রণ জানানো হয় স্ব স্ব ধর্মের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কেও এতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই কনফারেন্সের জন্য ২৪ মে থেকে ৬ জুনের ভেতর অর্থাৎ দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মাঝে 'আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম' শিরোনামে বেশ বড় একটি বই রচনা করেন। এরপর এই বইয়ের সারাংশ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর এর উপস্থিতিতে হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব উক্ত কনফারেন্সে পাঠ করে শুনান। এই বক্তৃতা এমন অনন্য ও অনবদ্য ছিল যে, খ্রিষ্ট ধর্মের বড় বড় নেতারাও অবলীলায় বলে উঠে, নিঃসন্দেহে এই বক্তৃতায় যেসব চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে তা তরবীয়ত, যুক্তিপ্রমাণ এবং নিজ বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অভিনব ও অতুলনীয়। অতএব এই বক্তৃতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী ধর্মজগতের বড় বড় নেতাদের সম্মুখে এমনভাবে তুলে ধরার সুযোগ প্রদান করেছেন যে, তারাও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই পুস্তকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর অতি চমৎকারভাবে আলোকপাত করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি সূরা সাফ্ফাতের আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণ করেছেন যে, এই যে ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এরূপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ আজ থেকে ১৩০০ বছর পূর্বেই পবিত্র কুরআন প্রদান করেছে। এরপর তিনি আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরেন আর অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন নাম। এরপর তিনি ধর্মের চারটি মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন আর স্পষ্ট করেন যে, 'ইসলাম মানুষের কাছে নিজ খোদার সাথে কীরূপ সম্পর্ক রাখার আশা রাখে'। 'আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বান্দার উপর কী কী দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে'। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই সন্দেহেরও নিরসন করেছেন যে, ইসলাম (নাকি) এই শিক্ষা দেয় যে, 'উপকরণকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন নেই, বরং সবকাজ আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ হাত পা নাড়ানোর বা চেষ্টার প্রয়োজন নেই'- ইসলামের ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, এটি আদৌ ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং ইসলামী শিক্ষা হলো, উপকরণকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত বা কাজে লাগানো উচিত, অর্থাৎ যে সমস্ত উপায়-উপকরণ বা সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলোকে যেন ব্যবহার করা হয়, এরপর আল্লাহ্র ওপর ভরসা করা উচিত। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করার অর্থ এটি নয় যে, উপকরণসমূহকে ব্যবহার করা যাবে না, বরং এর অর্থ হলো, এই বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্ তা'লা এক জীবন্ত সত্তা। অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই কথার ওপর আলোকপাত করেন যে, এখন কেবল ইসলামই মানুষকে আল্লাহ্র সাথে মিলিত করতে পারে, কেননা ইসলামের দাবি হলো, যে-ই ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের একান্ত বাসনা রাখে, সে অবশ্যই খোদাকে পায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই সন্দেহ কেবল ইসলামই দূর করে যে, এর শিক্ষা অনুসরণে এমন মানুষ সৃষ্টি হয় যারা ঐশী গুণাবলীর বিকাশস্থল হয়ে থাকে এবং যারা সর্বপ্রথম নিজেদের সত্তায় ঐশী গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটায় আর এরপর অন্যদের সামনে এর নিদর্শন প্রদর্শন করে আর আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করে। যেমন এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যেন মানুষ তাঁকে চিনতে পারে এবং সন্দেহমুক্ত জীবন লাভ করতে পারে। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নৈতিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের নৈতিক শিক্ষা-ই হলো সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং অন্য কোন ধর্মের এর মোকাবিলা করার সামর্থ্য নেই।

এরপর তিনি উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জন এবং মন্দ অভ্যাস এড়িয়ে চলার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন আর চারিত্রিক সংশোধন সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছেন। অতঃপর সংস্কৃতি সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছেন আর খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা এবং সংস্কৃতি বা সামাজিকতার পার্থক্যকে স্পষ্ট করেছেন। এরপর সমাজে বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক কোন ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এরপর নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি সরকার এবং জনসাধারণের দায়িত্ব এবং অধিকার বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি এই বিষয়টিকে আরও সম্প্রসারিত করে বিভিন্ন সরকারের আন্তঃসম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত– সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন আর বিভিন্ন দেশে ঝগড়া বিবাদের মীমাংসার জন্য পবিত্র কুরআনের সোনালী নীতি তুলে ধরেন এবং বলেন যে, লীগ অব নেশনস্-এর ভিত্তি যদি এই নীতির ওপর রাখা হয় তাহলেই তা সফল হবে, আর যেহেতু তা করা হয় নি তাই তারা ব্যর্থও হয়েছে। এখন জাতিসংঘও যদি এই নীতি অনুসারে না চলে তাহলে তারাও ব্যর্থ হবে এবং হচ্ছে। যাহোক পুস্তকের শেষের দিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ওপর আলোকপাত করেছেন এবং বলেছেন যে, পরকালে যে শাস্তি ও পুরস্কার মানুষ পাবে তার বাস্তবতা কী হবে। এই পুস্তকে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার কথা কেবল উল্লেখই করেন নি, বরং এই শিক্ষার ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের উদাহরণও তিনি প্রদান করেছেন যে, তারা কীভাবে নিজেদের জীবনে বিপ্লব সাধন করেছেন এবং তাদের ওপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার এমন প্রভাব পড়েছে যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে পরিত্যাগ করা পছন্দ করেন নি। অবশেষে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে আহমদীয়াত গ্রহণের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে সুসংবাদ প্রদান করেন যে, এসব বিপদাপদ দূর হওয়ার সময় এসে গেছে; তারা যদি এ যুগের মনোনীত (ব্যক্তির) হাতে সমবেত হয়ে যায় তাহলে তারা ধর্মীয় ও জাগতিক সাফল্য লাভ করবে। (তারুফ কুতুব আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬-৯)

প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পর সভাপতি মহোদয় সংক্ষিপ্তাকারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমার বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই, প্রবন্ধের সৌন্দর্য ও সৌকর্য সম্পর্কে স্বয়ং প্রবন্ধই ধারণা প্রদান করেছে। আমি শুধুমাত্র আমার ও উপস্থিত সুধীবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রবন্ধের বিন্যাসের সৌন্দর্য, চিন্তাধারার সৌকর্য আর ক্ষুরধার যুক্তি-প্রমাণের রীতির জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উপস্থিত লোকদের চেহারাই বলে দিচ্ছে যে তারা আমার এই বক্তব্যের সাথে একমত। আর আমি বিশ্বাস রাখি, তারা স্বীকার করেন যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি আর সঠিক অর্থে তাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছি।

এক ভদ্রলোক হযরত সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি ত্রিশবছর ভারতে কাজ করেছি আর মুসলমানদের অবস্থা ও দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি, কেননা আমি একজন মিশনারী হিসেবে ভারতে অবস্থান করেছি, কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য,স্বচ্ছতা এবং সৌকর্যের সাথে আপনি আজকের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, আমি ইতিপূর্বে কখনো কোথাও (এমনটি) শুনিনি। এই প্রবন্ধের চিন্তাধারা হোক, বিন্যাস হোক বা এর দলিল-প্রমাণ- এটি আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়েছে। আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আরেক ভদ্রলোক আসেন এবং বলেন, আমি এই প্রবন্ধ শোনার জন্য ফ্রান্স থেকে এসেছি। আমি খ্রিষ্টধর্মের ওপর ইসলামকে প্রাধান্য দিতাম আর ইসলামের ওপর বৌদ্ধ মতবাদকে অগ্রাধিকার প্রদান করতাম। এখন যেহেতু আমি আপনার প্রবন্ধ শুনেছি আর বৌদ্ধ মতবাদ (সম্পর্কেও) শুনেছি, আমি স্বীকার করছি যে, সত্যিকার অর্থে ইসলামই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। যেরূপ মনোরম ও সুন্দর পন্থায় আপনি ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন অন্য কোন ধর্ম এর মোকাবিলা করতে পারে না। এখন আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব বিরাজ করছে। এছাড়া আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে। এরপর এই সম্মেলনের সচিব মিসেস শার্পল্‌স চৌধুরী সাহেবকে বলেন, আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। মানুষ আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এরপর এই মহিলা আরো বলেন, লোকেরা অর্থাৎ নারী-পুরুষ আমার কাছে আসেন আর এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একজন জার্মান ভদ্রলোক, যিনি এখানে অধ্যাপক- তিনি সম্মেলন থেকে ফিরে যাবার সময় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগিয়ে গিয়ে হযরত সাহেবের সমীপে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমার পাশে কয়েকজন বড় বড় ইংরেজ উপবিষ্ট ছিলেন, আমি দেখেছি, তাদের কেউ কেউ নিজেদের উরু চাপড়ে বলছিলেন যে, Rare ideas. One can not hear such ideas everyday| অর্থাৎ, এগুলো অতি দুর্লভ চিন্তাধারা, এরূপ চিন্তাধারার (কথা) প্রতিদিন শোনা যায় না। সেই (একই) জার্মান অধ্যাপক বর্ণনা করেন যে, (প্রবন্ধ পাঠের সময়) কোন কোন সময় লোকেরা অবলীলায় বলে উঠত যে, What a beautiful and true principle! অর্থাৎ কতইনা মনোরম ও যথার্থ নীতি! সেইসাথে এই জার্মান অধ্যাপক স্বয়ং এভাবে নিজ মতামত প্রকাশ করছিলেন যে, এই সুযোগটি আহমদীদের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট, অর্থাৎ উন্নতির সুযোগ। আর এটি এমন এক সাফল্য যে, আপনারা যদি হাজার হাজার পাউণ্ডও ব্যয় করতেন তবুও এমন খ্যাতি আর সাফল্য কখনোই পেতেন না, যেমনটি এই একটি মাত্র বক্তব্যের মাধ্যমে লাভ হয়েছে। বাহাই মতাদর্শী এক মহিলা বক্তব্য শুনে আমাদের সাথে সাথে ঘরের কাছাকাছি চলে আসেন। তিনি বলছিলেন, 'আমি বাহাই মতাদর্শী ছিলাম কিন্তু আজকের বক্তৃতা শুনে আমার চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। আমি আপনার বক্তব্য বেশি বেশি শুনতে চাই। দয়া করে আমাকে যদি বলেন যে, কবে এবং কোথায় কোথায় আপনার বক্তৃতা হবে– তাহলে আমি অবশ্যই আসব। একজন মহিলা নাছোড়বান্দা হয়ে হুযূরকে তার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণও জানায়। এক ভদ্রলোক একথাও বলেন যে, এটি এমন আকর্ষণীয় প্রবন্ধ ছিল যে, দেশপ্রেমের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল।

(আল ফযল, ২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৪, পৃ: ৪-৫)

যাহোক, আমি এখানে (তাঁর) ১৮ বছর বয়স থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত জ্ঞান ও মা'রেফতের মনি-মুক্তোর কয়েকটি ঝলক উপস্থাপন করলাম মাত্র। এগুলো সেই ব্যক্তির যৌবনের প্রারম্ভ এবং যৌবন কালের কিছু কথা, যেমনটি আমি বলেছি, যাঁর জাগতিক কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না, কিন্তু (তাঁকে) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতারও একটি নিদর্শন। যেসব কথা আমি বর্ণনা করেছি, তা মাত্র উক্ত ১৭ বছর সময়কালের কথা। কিছু তাঁর খিলাফতের পূর্বের আর কিছু খিলাফতের পরের (ঘটনা)। আর তিনি (রা.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এই ১৭ বছর সময়কালেই যা কিছু বর্ণনা করেছেন, আমি বলেছিলাম পঞ্চাশ ভাগের (একভাগ), বরং বলা উচিত শত ভাগের একভাগও বর্ণনা করতে পারি নি। ধারণা ছিল, অনেকগুলো বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরা হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন খুতবা ও তফসীর এর বহির্ভূত, যাতে জ্ঞান ও তত্ত্বের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়াদি রয়েছে, এগুলোতে জ্ঞান ও তত্ত্বের ঝর্ণাধারা বয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বৈঠকে তিনি (রা.) বিশ্ব বাসীকে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব এই ভাণ্ডারও জামা'তের সদস্যদের পাঠ করা উচিত, যার যথেষ্ট অংশ ছাপা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পদমর্যাদা ক্রমশ উন্নীত করুন।

পাকিস্তানের পরিস্থিতির (উন্নতির) জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানকার অধিবাসীদেরও শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের তৌফিক দিন আর বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রকে নিজ কৃপায় ব্যর্থ করে দিন।

****

(১ম পাতার শেষাংশ..)

কাজেই সফলতার জন্য এই পাঁচটি পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। হযরত নূহ (আ.) স্বয়ং তাঁর জাতিকে এই পন্থাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তোমরা এই পাঁচটি পন্থা অবলম্বন কর। তবুও তোমরা সফল হবে না। কেননা এগুলি ছাড়া আরও একটি বিষয় আছে, সেই ষষ্ঠ বিষয়টি ছাড়া সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ- আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা তোমাদের কাছে নেই, তা আমার কাছে আছে। এই কারণে খোদা তা'লার সাহায্য আমিই লাভ করে থাকি। কাজেই সব রকম চেষ্টা করে দেখ, আমিই জয়ী হব।

আম্বিয়াগণ নিজেদের সত্যতা এবং খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কতটা প্রত্যয়ী থাকেন? তাঁরা কেবল বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতার পরোয়া করেন না, শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে আরও আত্মাভিমানী করে তোলে। যদিও তাঁরা নিজেদের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আশ্বস্ত থাকেন, এবং অবশেষে তা হয়েও থাকে, তথাপি অন্যান্য নিদর্শনকে উপেক্ষা করে সত্যকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করানোর জন্য এই একটি নিদর্শনই তাদের খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে থাকে, কিন্তু পরিতাপ! দৃষ্টিহীন পৃথিবী তা দেখতে পায় না।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১১০-১১১)

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

জায়নাবা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমরা নিজের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করলাম। অনেক তথ্য জানা গেল। হুযুরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

সাগীর আহমদ নামে এক অতিথি বলেণ, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি জলসায় অংশগ্রহণ করছি। এই জলসা আমার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বহ। কেননা, এবার জলসায় বয়আত করে আমি আহমদীয়াতে যোগদান করার তৌফিক লাভ করেছি। আমার কোন প্রশ্ন নেই। আমি কেবল হুযুর আনোয়ারের জন্য দোয়া করি যে খোদা তা'লা তাঁকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন।

আলডিনা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, এখানে আসার পূর্বে ইসলামের বিষয়ে বলতে গেলে কিছুই জানা ছিল না। জলসায় অংশগ্রহণ করে খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ শুনে সঠিক ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারলাম এবং এমন অনেক কিছু জানলাম যা আগে জানতাম না। জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও সুব্যবস্থিত ছিল।

এমিনা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি আহমদী আর আমার ছেলে সম্ভবত বালকান এর প্রথম ওয়াকফে নও। আমার জীবনের সব থেকে বড় আকাঙ্খা হল আমার ছেলে পুণ্যবান ও ধর্মের সেবক হোক। আমার মা যুদ্ধের প্রভাবে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছে আর আমার পিতার মনে ইসলামের জন্য কোন স্থান নেই।

আমি আমার পরিবারের প্রথম আহমদী মহিলা যাকে পর্দা করার কারণে নিজ পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আি এই সব সমস্যা নিয়ে ভীত নই এখন এই বিষয়গুলি আমার কাছে কোনও মূল্য রাখে না।' ভদ্রমহিলা পিতামাতার হিদায়াতের জন্য দোয়ার আবেদন করেন, আল্লাহ্ যেন তার পিতার হৃদয়কে কোমল করেন এবং তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং যাবতীয় সমস্যাবলীর নিরসন করুন।

এক ভদ্রলোক যিনি রোমান কমিউনিটির সদর, তিনি বলেন, 'আমার সম্পর্ক এমন এক শহরের সঙ্গে যেটি সব থেকে বেশি যুদ্ধবিধ্বস্ত। যুদ্ধের সময় ভেবে সার্বিয়ানদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, আমরা রোমানরা সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রতিহত করেছি। আমি নিজেও দুই পুত্রসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, তাতে আমার এক ছেলে শহীদ হয়েছে। আমি সেই কঠিন সময় কখন ভুলতে পারি না। আমি এখন রোমানদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি। একটি অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হল। আজ এখানে হুযুরকে দেখে খুশি হয়েছি।

হুযুর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করুন, সন্তানদের এবং যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। শিক্ষা ছাড়া উন্নতি হতে পারে না। উন্নতি করতে হলে পড়তেই হবে। এদিকে দৃষ্টি দিতে থাকুন।

এক অ-আহমদী বুযুর্গ বাইরো বেগানোভিচ বলেন, আমার বয়স ৭৭ বছর। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় বাসনা ছিল হুযুরকে দেখার যা আজ পূর্ণ হয়েছে। খোদার কসম, এখন মৃত্যু এলেও জীবনে কোন অভিযোগ থাকবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদা তা'লা আপনার স্বাস্থ্য, আয়ু এবং প্রচেষ্টায় বরকত দিন। ৭৭ বছর বয়স খুব একটা বেশি নয়। খোদা তা'লা আপনাকে আরও দীর্ঘায়ু করুন এবং সুস্বাস্থ্য দান করুন।

এক ভদ্রলোক বলেন, এখানে জলসায় এসে মন সুখ ও শান্তি লাভ করেছে। আমার কাছে বলার মত একটাই কথা আছে- জলসায় এসে অন্তরের গভীর থেকে প্রশান্তি লাভ করেছি।

সানেলা নামে এক আহমদী মহিলা বলেন, হুযুর আনোয়ার তাঁর ভাষণসমূহে যে বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন সেই সব উপদেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দান করেন সে জন্য হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মুবাল্লিগ সিলসিলা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে বলেন, তিনি তবলীগের কাজে অত্যন্ত সক্রিয় এবং নির্ভীক হয়ে তবলীগ করেন। এমনকি ওহাবীদের সঙ্গেও সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলেন। ওহাবীরা আমাদের বুক স্টলে এসে এদিক সেদিকের কথা বললে তিনি নির্ভয়ে তাদের কথার উত্তর দেন।

এক ভদ্রলোক বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা আমি জীবনে দেখি নি। আমি হুযুরের জন্য দোয়া করছি, খোদা তা'লা যেন হুযুরকে সুস্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করেন আর হুযুর ঐশী আশীর্বাদ আরও বেশি করে বিতরণ করতে থাকেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, বিগত তিন বছর থেকে জলসায় আসছি, এতে আমি খুশি। এখন বোসনিয়া ফিরে যেতে মন চাইছে না। জলসা খুব ভাল ছিল। হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

মহম্মদ আলি নামে এক অতিথি বলেন, আমি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। এখানকার পরিবেশে যে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করলাম সেগুলির অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত আমার জীবনের এক বিশেষ ঘটনা যা জীবনের সব চেয়ে সুন্দর ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম। এই জামাতের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলাম আর প্রত্যেকে তা আমল করে।

বোসনিয়া থেকে আসা এক অতিথি বলেন, এখানে এসে আমি অনেক কিছু শিখেছি। হুযুর আনোয়ার কে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে অনেক সাহস সঞ্চয় করেছি। বর্তমান কালে ইসলামের যে অবস্থা তা দেখে ভীষণ হতাশ ছিলাম। কিন্তু হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনে এবং তাঁকে দেখে মন অনেক আশ্বস্ত হয়েছে, মনে হয়েছে, কেউ তো আছে যে ইসলামের উন্নতির জন্য এবং ইসলামের উপর আক্রমণকে প্রতিহত করতে দিনরাত প্রচেষ্টারত আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদা তা'লা আপনাকে সাহস দিন, স্বাস্থ্য দিন এবং সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা এযুগে ইসলামের সেবা করছে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমি পাঁচ বছর থেকে আহমদী। এটি আমার প্রথম জলসা, আর আমার প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশি। এত বড় আয়োজন দেখে আমি অনেক কিছু শিখেছি। নিজের ভুল-ত্রুটি দেখেছি। মানুষ জলসা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। দোয়া করুন, আমার পরিবার যেন আহমদী হয়ে যায়। আমি পরিবারের একমাত্র আহমদী। আমার বাবামা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। একজন পাকিস্তানী আহমদীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি এখন অনুবাদের কাজে সহায়তা করে থাকি। বোসনিয়ান জামাতের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মদীনা নামে এক আহমদী মহিলা বলেন, 'আমি পরিবারের একমাত্র আহমদী ছিলাম। এই কারণে পূর্বের বিভিন্ন জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারতাম না। কিন্তু আল্লাহ্র তা'লার কৃপায় এখন একজন আহমদীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার প্রথম আকাঙ্খা ছিল বিয়ের পর জলসায় অংশগ্রহণ করা।

এই জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং তাঁর ভাষণগুলি শুনে প্রবলভাবে অনুভব করছি যে আমার মধ্যে এখনও অনেক দুর্বলতা আছে এবং আমার নিজের সংশোধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

তিনি বলেন, দোয়া করুন যাতে আমার পরিবারে সকলে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করে।

মেড নামে এক অতিথি, যিনি পূর্বে একজন অ-আহমদী ইমাম ছিলেন আর এখন বয়আত করে আহমদী হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি প্রথম বার জলসায় এসেছি আর কালকেই বয়আত করেছি। হুযুর আনোয়ারকে দেখেই আমার বহু বছরের প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে গেছি। আমি হুযুরের চেহারায় এক জ্যোতি দেখেছি, তাঁর সেই জ্যোতিই বড় প্রমাণ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিই খলীফাতুল মসীহ আর তাঁর চেহারা সাক্ষী দিচ্ছে যে, জামাত আহমদীয়া

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

সত্য জামাত।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার ঈমানে উন্নতি দিন।

এক অ-আহমদী বন্ধু ফরীদ সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, 'হুযুরের সত্তা নিজেই এক অলৌকিক নিদর্শন।' জলসায় আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ।'

তাঁর সম্পর্কে মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, 'জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে জামাতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ততটা মজবুত ছিল না। কিন্তু হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর মধ্যে এক অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে এবং জামাত ও বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহ্‌র জন্য তাঁর অন্তরে সম্মান ও শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে।

এক ভদ্রমহিলা ওহীদা সাহেবা বলেন, 'এই ধরণের পরিবেশে প্রথম বার সময় কাটানোর সুযোগ হল। আমি হুযুর আনোয়ারের ভাষণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আর একথা না বললেই নয় যে, হুযুর আনোয়ারের চেহারায় যে নুর বা জ্যোতি আছে, তা একথার প্রমাণ যে তিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না; মানুষ কেবল তা অনুভব করতেই পারে।

কসোভা থেকে আসা অতিথিদলের সঙ্গে সাক্ষাত

কসোভা থেকে ১৭জন অতিথি এসেছিলেন, যাদের মধ্যে দুইজন মহিলা ও দুইজন শিশু ছিল। হুযুর আনোয়ার অতিথিদের জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের মধ্যে কারা কারা প্রথম জলসায় অংশগ্রহণ করছেন আর এই জলসা সম্পর্কে মতামত কি?

অতিথিদের মধ্য থেকে এগ্রোন বিনাকা নামে এক ভদ্রলোক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন-

'গত বছরের তুলনায় জলসার ব্যবস্থাপনায় ব্যপকতা ও আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা অসাধারণ সুন্দর ছিল।

শাইপ যেকিরা সাহেব বলেন- জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি ভীষণ আপ্লুত। এগুলি আমার জীবনের সব চেয়ে সুন্দর ও আনন্দঘন দিন ছিল। জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং এখানকার প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে প্রভাবিত করেছে। সব কিছু সুব্যবস্থিত ছিল। এখানে এসে আমি এক আধ্যাত্মিক আনন্দও লাভ করেছি।

শেলকিম বইটকি সাহেব স্থানীয় মুয়াল্লিম হিসেবে খিদমত করছেন, যিনি প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন-

কসোভায় আমাদের জামাতের আয়তন খুব ছোট। আমি প্রথমবার এখানে এসে এত বড় জামাত দেখে ভীষণ আনন্দিত। এই মহা জলায় অংশগ্রহণ করে সত্যিকার অর্থে অনুভব করছি যে আমি ইসলাম আহমদীয়াত পরিবারের অংশ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রত্যেক ভাষণ অত্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ এবং শিক্ষনীয় ছিল, যা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি সকল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার জন্য সাধুবাদ জানাই।

রিনা যাকিরাজ সাহেব বলেন-

আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ ছিল। কেউ যদি জামাত আহমদীয়ার সত্যতার প্রমাণ দেখতে চায়, সে এখানে জলসায় এসে নিজের চোখে দেখে নিক।

হুযুর এর প্রতিক্রিয়ায় বলেন- আপনি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন।

ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের সমীপে কসোভা জামাতের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন জানান। হুযুর আনোয়ার বলেন- ইনশাআল্লাহ, আমি প্রত্যেক ছোট জামাতের জন্য দোয়া করে থাকি। আল্লাহ্ করুন, সেখানেও জামাতের মধ্য এমন ব্যাপ্তি ঘটুক যাতে সেখানে বড় বড় জলসা অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে।

আলবান যেকিরাজ সাহেব কসোভা জামাতের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে 'আসসালামো আলাইকুম' বলেন। হুযুর কসোভার সমস্ত সদস্যদের প্রতি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'-এর বার্তা প্রেরণ করেন।

ভদ্রমহিলা বলেন-গত চার বছর থেকে কসোভায় কোন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ নেই। তিনি হুযুর আনোয়ারে নিকট দোয়ার আবেদন জানান যাতে শীঘ্রই সেখানে একজন মুবাল্লিগ আসার উপকরণ সৃষ্টি হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'আপনাদের দেশের নেতা ও এবং মৌলবীদের জন্য দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ্ তাদের বিবেক বুদ্ধি দান করেন এবং তাদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বাধা দূর হয়।

এরপর কসোভা জামাতের সেক্রেটারী ইশাআত মহম্মদ পেসি সাহেব বলেন- হুযুর আনোয়ার আমাকে এবং রেক্সহেপ হাসানি সাহেবকে কুরআন করীমের আলবেনিয়ান অনুবাদের প্রুফ রিডিং-এর দায়িত্ব দিয়েছেন, যা অত্যন্ত কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সর্বোত্তম পন্থায় পালনের জন্য তিনি হুযুর আনোয়ারের কাছে দোয়ার আবেদন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ সাহায্য করুন। অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই কাজে ভীষণ মনোযোগ দরকার। যখনই অনুবাদের কাজ শুরু করবেন, প্রথমে দোয়া করে নিবেন এবং কাজের শেষেও দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের তৌফিক দিন। আমীন।

ব্লার্ট যেকিরা সাহেব বলেন- কসোভা জামাতের কিছু সদস্য খানা কাবা যিয়ারত করার বাসনা রাখেন। তিনি হুযুরের নিকট এর তৌফিক লাভের জন্য দোয়ার আবেদন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন।'

ইলরিয়ান ইব্রাহিমি নামে এক অতিথি হুযুর আনোয়ারের নিকট দোয়ার আবেদন করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা কসোভা থেকে আগত অতিথি ও সমস্ত কর্মীদের পক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সেই দোয়া কবুল করেন যা তিনি জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য করেছেন।

হুযুর আনোয়ার অতিথি দলের এক সদস্য নেযির বালাজ সাহেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কবে থেকে আহমদী?

ভদ্রলোক তার পরিচয় জানিয়ে বলেন, তিন বছর হয়েছে তাঁর বয়আত করা। তিনি হুযুরের নিকট এই দোয়ার আবেদন করেন যে আল্লাহ্ যেন তাকে ধর্ম সেবার তৌফি দেন যা তাঁর দরবারে গৃহীত হয়। এবং কসোভা জামাতের অগ্রগতিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার তৌফিক দান করেন।

মন্টিনিগরু থেকে অতিথিদলের সঙ্গে সাক্ষাত

এই অতিথি দলে রাগিব সাপতাফি সাহেব, আলী কোয়াওয়াচী সাহেব ছিলেন।

রাগিব সাহেব দ্বিতীয় বার জলসা সালানা জার্মানীতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এবছরের জলসায় স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে- ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিক থেকেও এবং জলসার অতিথি সংখ্যার দিক থেকেও। জলসার বক্তব্যসমূহ, বিশেষত হুযুরের ভাষণসমূহ ঈমানউদ্দীপক ছিল।

তিনি গত বছরও এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফিরে গিয়ে তাঁর বন্ধু মহলের অনেককেই জামাতের বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করেন। শহরের মেয়র এবং তাঁর সহকারীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। মোনটেনোগ্রের এক সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করে জামাতের সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন।

সেই সময় মূলত দুটি বাধা আছে। প্রথমত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা জামাতের বিরোধী, তারা কাছে আসে না। দ্বিতীয়, যারা অ-মুসলিম,তারা তো ধর্মের কাছে আসে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন- মুসলমানেরা তো ব্যক্তিস্বার্থ দেখে। নিজেরা চিন্তা করে দেখে না যে জামাত আহমদীয়া কি বার্তা দিচ্ছে আর জামাতের শিক্ষা কি? পাকিস্তানী মৌলবী যা কিছু বলে, সেটিই তারা শিরোধার্য করে, তাদেরকে অনুসরণ করে। এই উলেমায়ে সূ -এর দল ইসলামের রূপ বিকৃত করেছে, তার অবসান করতেই ইমাম মাহদীর আগমণ নির্ধারিত ছিল।

রাগিব সাহেব বলেন, মনটেনোগ্রোতে মুসলমানদের কাছে সাধারণত এই ধারণা প্রচলিত আছে যে জামাত আহমদীয়া (নাউযু বিল্লাহ) আঁ হযরত (সা.)কে মানে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জামাতকে কাছে থেকে দেখে, অচিরেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে এটি মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাত আহমদীয়ার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয় যে, নাউযু বিল্লাহ্ আমরা নবী করীম (সা.)কে মানি না। অথচ আমার কাছে এসে যাচাই করার এবং খাতামান্নাবীঈনর যথার্থ মাকাম ও মর্যাদার নিয়ে আলোচনার আহ্বান করছি। সারা পৃথিবী জেনে যাবে যে, কারা সঠিক পথে আছে আর কারা ভুল পথে আছে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত নয়। কেননা তাদের কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই।

ভদ্রলোক বলেন, এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ারের জুমআর খুতবা তাদেরকে বেশ প্রভাবিত করেছে। লোকে বলে, আহমদীরা আঁ হযরত (সা.) থেকে পৃথক, কিন্তু হুযুরের খুতবা শুনে আমার মনে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা তৈরী হয়েছে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 8 April, 2021 Issue No.14

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তিনি বলেন, তিনি জামাতের সত্যতার অনুরাগী হয়ে পড়েছেন। জলসার শেষের দিন তিনি বয়আতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি যার কারণ ছিল তাঁর শারিরিক অসুস্থতা, তাঁর রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে আহমদী মনে করেন। এই প্রসঙ্গে ভদ্রলোক বলেন, তিনি অসুস্থ হলে তাঁর শুশ্রুষার জন্য জলসাগাহে বিদ্যমান ৪ জন বিভিন্ন চিকিৎসক অনেক সেবা করেছেন। এতেও তিনি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছেন।

অতিথি দলে সামিল আলী কোয়াপচী সাহেব বলেন, তিনি প্রথম বার জলসায় এসেছেন। আর এখন তাঁর আক্ষেপ হচ্ছে যে আগে কেন আসেন নি, এত দেরী কেন করলেন?

ভদ্রলোক বলেন, আমি জলসায় এসে ভীষণ আনন্দিত। এখানে এসে আমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছি। আতিথেয়তাও ছিল উচ্চ পর্যায়ের। বর্তমানে পৃথিবীতে শুধুই কলহ আর বিবাদ। কিন্তু যেমন একতা আপনাদের মধ্যে আছে তা পৃথিবীর অন্যত্র চোখে পড়ে না।

ভদ্রলোক বলেন- যখন জলসা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, কিছুটা অনুমান করা গেছিল অবশ্য। কিন্তু এমন বিরাট আকারের হবে বলে কল্পনা করি নি। সামান্য কোন সমস্যা হলেই সেখানকার উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবীরা সুচারুভাবে তার নিস্পত্তি করে দিত। এত মানুষের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কাণ্ড ছিল। দরকার কেবল এখানে এসে ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখার এবং নতুন আধ্যাত্মিক জগত প্রত্যক্ষ করার।

ভদ্রলোক বলেন, মোনটেনগ্রোতে জামাতের স্থাপনা এবং মিশনের ভীষণ প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যখন জামাত নথিভুক্ত হয়ে যাবে এবং কেন্দ্র স্থাপিত হবে তখন লোকেরা নিজেরাই দেখতে পাবে।

মোনেটোনেগ্রোতে বই-পুস্তক প্রকাশ করুন। যেভাবে হোক ইসলামের প্রচার করা আমাদের কাজ। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পূর্ণতা প্রাপ্তির যুগ। হিদায়াত তো আগেই পূর্ণতা পেয়েছিল। এখন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পূর্ণতা প্রাপ্তির যুগ। মৌলবী দ্বীনকে বিকৃত করে রেখেছে। প্রত্যেক মৌলবী দাবি করে তার পন্থা সর্বোত্তম। অথচ প্রকৃত পথ হল কুরআন এবং প্রমাণসিদ্ধ হাদীস এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত। এটিই ইসলাম, সেটি ইসলাম নয় যা মৌলবীরা নিজেদের কাছে তৈরী করে রেখেছে।

ভদ্রলোক বলেন, জার্মানীতে জামাত আহমদীয়ার পরিচয় বেশ মজবুত আর এতে তিনি বেশ প্রভাবিত হয়েছেন যে জামার্ন সরকার জামাত আহমদীয়াকে অত্যন্ত সমাদরের দৃষ্টিতে দেখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রকৃতপক্ষে জামাত আহমদীয়া ইসলামের আসল শিক্ষা উপস্থাপন করে। এজন্যই জামাতের সুনাম। যেখানেই ইসলামের প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়, অবশ্যই মানুষ এর সুখকর প্রভাব তৈরী হয়। কিন্তু উগ্রপন্থী সংগঠনরা যদি ইসলামের প্রচার করে, তবে আবশ্যিকভাবে সব চেয়ে বেশি দুষ্প্রভাব পড়ে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকের সুস্থ্য করুন এবং তৌফিক দান করুন যেন জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং জামাতের সাহায্যকারী হোন। সফলতার জন্য আপনাদের জামাতের ভীষণ প্রয়োজন। খোদা আপনাদের সাহায্যকারী ও সমর্থক হোন, আপনাদের আরও নতুন পথ উন্মুক্ত করুন। সব শেষে ভদ্রলোক বলেন, আমি নিজেকে আহমদী হিসেবে গণ্য করি।

মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব শহীদ এর পরিবারের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

অতিথিদলের সঙ্গে সাক্ষাত এবং বৈঠকের পর হুযুর আনোয়ার তাঁর অফিসে যান যেখানে মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব শহীদের পরিবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস শহীদ সাহেব পুলিশের চরম নিষ্ঠুর নির্যাতনের পরিণামে ২০১২ সালের ৩০ শে মার্চ শাহাদত লাভ করেন। শহীদ মরহুম রাবোয়ার সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পুলিশ তাকে এক হত্যার মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করে এবং নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন করে যে তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি, খোদার দরবারে পোঁছে গেছেন।

বিভিন্ন দেশের মুবাল্লিগদের সঙ্গে সাক্ষাত

এরপরর মালি, নাইজার, ব্রাজিল, তাতারাস্তান, লিথুনিয়া, তাজিকিস্তান ইত্যাদি দেশ থেকে আগত মুবাল্লিগদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার সাক্ষাত করেন।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগদের নাম, তাদের কাজ এবং কর্মসূচি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দান করেন।

নিকাহ্র ঘোষণা

যোহর ও আসরের নামাযের পর হুযুর আনোয়ার সাতটি নিকাহরর ঘোষণা করেন।

তাশাহুদ, তাউয এবং নিকাহ্র খুতবার মসনুন আয়াত তিলাওয়াতের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন-

“এখন আমি কয়েকটি নিকাহর ঘোষণা করব। নিকাহ ও বিবাহ হল আনন্দ-উপলক্ষ্য, ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই। উভয় পরিবার এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যও। কিন্তু এই আনন্দের বাস্তবতা তাদের কাছে প্রকাশ পায় কিম্বা তাদের জন্যই কল্যাণকর যারা এই আনন্দ উপলক্ষ্যেও আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলে, তা স্মরণ রাখে। এবং তাদের অন্তর তাকওয়ায় পূর্ণ রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই উপদেশ বারবার এই আয়াতসমূহে করেছেন যা তিলাওয়াত করা হয়েছে। তাকওয়া থাকলে রক্তের সম্পর্কের বিষয়েও খেয়াল থাকবে, পরস্পরের বিশ্বাসকে দৃঢ় করারও চেষ্টা থাকবে এবং সেই বিশ্বাস বজায় রাখারও চেষ্টা থাকবে।

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যতক্ষণ বিশ্বাস তৈরী না হয়, তাদের সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না। কেউ যেন একথা মনে না করে সে ত্রুটিমুক্ত। ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। তাই কেউ যদি বলে, আমার অমুক দোষ প্রকাশ হয়ে পড়লে সম্পর্ক টিকবে না, তার একথা ঠিক না। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সত্য পথ অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সত্যের দাবি হল সম্পর্ক তৈরী করার সময় এবং পরেও যদি কোন ত্রুটি ও দুর্বলতা বা ভুল হয়ে যায়, সঙ্গীর বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে সত্য পথ অবলম্বনের মাধ্যমে তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা। আর সহনশীলতা উভয়ের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। সহ্য করুন এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করুন। এমনটি হলে সম্পর্কে বিশ্বাস তৈরীর পাশাপাশি ভালবাসাও বৃদ্ধি পায় এবং সেই সম্পর্ক তখন চিরস্থায়ীও হয়ে ওঠে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখনই আমি এখানে আসি, লোকেদের প্রবল বাসনা থাকে যে আমি যেন তাদের নিকাহ পড়াই। কিন্তু অনেক নিকাহ্ পড়ানোর পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাদের সেই সম্পর্ক আর বজায় থাকে না। তাই আমার কাছে নিকাহ পড়ানো আসল বিষয় নয়, বরং আসল বিষয় হল আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের মাধ্যমে সম্পর্ককে সব দিক থেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা। শুধু তাই নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মের বিষয়েও যত্নবান থাকা। শেষ আয়াতটিতে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে তোমরা নিজেদের কর্মকে সর্বোত্তম পন্থায় কর্ম সম্পাদান করে ভবিষ্যতের জন্য পুণ্য সঞ্চয় কর। আর যেখানে পরকালের চিন্তা থাকা উচিত তেমনি নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বিষয়েও যত্নবান হও, ভালভাবে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কর। আর তরবীয়ত তখনই হওয়া সম্ভব, যখন মানুষ নিজেও তাকওয়ার পথে চলে আত্মপর্যালোচনা করতে থাকে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বাড়ির পরিবেশকে সুন্দর ও সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে এবং একইভাবে একে অপরের রক্তসম্পর্কের অধিকারও প্রদান করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ করুন, আজকে তৈরী হওয়া সম্পর্ক এই কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখবে। এখন আমি নিকাহর ঘোষণা করব।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir